প্রকাশনার ৮৪ বছর
সাপ্তাহিক
প্রতিবেশী
সংখ্যা : ২৭ ◆ ৪ - ১০ আগস্ট, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ

আদিবাসী বিতর্ক
রাজনৈতিক না কূটনৈতিক!

আদর্শ যাজক সাধু জন মেরী ভিয়ান্নী

বন্ধুত্বের নিমন্ত্রণে

বন্ধুত্ব আত্মার বন্ধন

দাদু-দাদীদের আদর্শ-অভিজ্ঞতা আমাদের আলোকবর্তিকা

স্মৃতিতে চিরভাস্বর ও উজ্জ্বল-সতত ও নিরন্তর

প্রয়াত কল্পনা ক্যাথরিণা ডি. কস্তা
জন্ম: ১ জানুয়ারি, ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ৩১ জুলাই, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ

স্মরণীয় দিন ফিরে এলো ৩১ জুলাই, সময় বলে তোমার চলে যাবার দ্বিতীয় বছর! কিন্তু তুমি সীমাহীন আকাশে অন্তনীন ও অনন্ত তারা হয়ে আছো, চিরভাস্বর ও উজ্জ্বল-সতত ও নিরন্তর জেগে আছো তুমি আমাদের হৃদমাঝারে। সবার মনের মণিকোঠায় সযতনে রাখা চিরজীবি, অক্ষয় ও অমর স্মৃতি ও আদর্শের স্মৃতিসৌধ তুমি। তোমার কাছে আমাদের প্রার্থনা- তোমার শক্তিশালী আশীর্বাদে আমাদের নিত্য ঘিরে রাখো, চালিত কর ও রক্ষা করো। সুন্দর ও সুরভিত, উদ্ভাসিত ও আলোকিত করো তোমার স্বর্গীয় সুবাস ও প্রভায়। আমরা তোমাকে জানাই আমাদের হৃদয় উজাড় করা বিনম্র শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা। আশীর্বাদ করো যেন, তোমার রেখে যাওয়া বাণীতেই আমরা বিজয়ী হতে পারি।

চিরশান্তিতে থাকো তুমি।

তোমার স্নেহ ও আশিষধন্য– পরিবার

স্বামী : আন্তনী ডি. কস্তা
পুত্র : কেনেট যোসেফ ডি. কস্তা, সনেট রিচার্ড ডি. কস্তা
পুত্রবধূ : স্বর্নালী কস্তা, ইমি পালমা
নাতি-নাতনী : স্বপ্ন ডি. কস্তা ক্যাথি ক্যাথরিণ ডি. কস্তা

বিজ্ঞ/১৬৮/২৪

কাফরুল গির্জার প্রতিপালক সাধু লরেন্সের পার্বণ

সুধী,

কাফরুল সাধু লরেন্স পালকীয় পরিষদের পক্ষ থেকে সকলকে জানাচ্ছি আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা। অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, আগামী ৯ আগস্ট, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ শুক্রবার, কাফরুল গির্জার প্রতিপালক সাক্ষ্যমর সাধু লরেন্সের পার্বণ উদ্‌যাপিত হতে যাচ্ছে। ৩১ জুলাই হতে ৮ আগস্ট পর্যন্ত সন্ধ্যা ৬টায় আধ্যাত্মিক প্রস্তুতির জন্য নভেনা খ্রিস্টযাগ অনুষ্ঠিত হবে। দরিদ্রদের বন্ধু মহান সাধু লরেন্সের আশীর্বাদ লাভ করতে এবং পর্বের আনন্দঘন মুহূর্তে আমাদের আনন্দের সহভাগী হতে আমরা সকল খ্রিস্টভক্তদের সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

পর্বকর্তা শুভেচ্ছা দান: ১,০০০/- (এক হাজার) টাকা। খ্রিস্টযাগের শুভেচ্ছা দান: ২০০ (দুইশত) টাকা

–: অনুষ্ঠান সূচি :–

নভেনা খ্রিস্টযাগ : ৩১ জুলাই - ৮ আগস্ট, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ
: সন্ধ্যা ৬টায়

পর্বীয় খ্রিস্টযাগ : সকাল ৯টায়

ধন্যবাদান্তে,
পুরোহিতগণ,
পালকীয় পরিষদ ও সকল খ্রিস্টভক্তগণ
সেন্ট লরেন্স চার্চ, কাফরুল
৩৭৭ দক্ষিণ কাফরুল, ঢাকা সেনানিবাস, ঢাকা-১২০৬।

বিজ্ঞ/১৭২/২৪

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

বর্ষ : ৮৪, সংখ্যা : ২৭
০৪ আগস্ট - ১০ আগস্ট, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ
২০ শ্রাবণ - ২৬ শ্রাবণ, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ

সম্পাদক
ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

সম্পাদকীয় বোর্ড
ফাদার কমল কোড়াইয়া
মারলিন ক্লারা বাড়ৈ
থিওফিল নিশারন নকরেক

সহযোগিতায়
সুনীল পেরেরা
সজল মেলকম বালা
যোসেফ ইভান্স গমেজ

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা
ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

প্রচ্ছদ ছবি
সংগৃহীত

সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন
মেরী তেরেজা বিশ্বাস
প্রান্ত গমেজ

বর্ণ বিন্যাস ও গ্রাফিক্স
দীপক সাংমা
পিতর হেম্ব্রম
সাম্য টলেন্টিনু

মুদ্রণ : জেরী প্রিন্টিং
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা - ১১০০
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫

চিঠিপত্র/বিজ্ঞাপন/গ্রাহক
চাঁদা/ লেখা পাঠাবার ঠিকানা
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫
মোবাইল : ০১৭৯৮৫১৩০৪২
E-mail :
wklypratibeshi@gmail.com
Visit: www.weekly.pratibeshi.org

মূল্য : ১০ টাকা মাত্র

সম্পাদক কর্তৃক খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র ৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষীবাজার ঢাকা-১১০০ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সম্পাদকীয়

বন্ধু হয়ে ওঠা

জুলাই মাসে বাংলাদেশে সাধারণত শ্রাবণের বারিধারাতে তুষ্ট ও পুষ্ট হয় ভূ-প্রকৃতি। একই সাথে গ্রীষ্মের তাপদাহ ও অসহ্য গরমকে সহ্যে নিয়ে এসে আশির্বাদ হয়ে ওঠে বৃষ্টিধারা। এ বছরও তার ব্যতিক্রম হয়নি। জুলাইয়ে মাঝে মাঝে বৃষ্টি হওয়াতে গরমের তীব্রতা কমেছে। কিন্তু তীব্রতা কমেনি ভূল বোঝাবুঝি, রেষারেষি, গুজব ছড়ানো, অসহিষ্ণুতা, অসম্মান, সুনাম ও সম্পদ নষ্ট করা এবং হানাহানির। এমনিতর অবস্থায় জুলাইয়ের শেষার্ধে দেশের আমজনতা ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে পড়ে। তারা কায়মনোবাক্যে দেশের মধ্যে শান্তি ও স্বস্থিকর একটি পরিবেশ প্রত্যাশা করে। খুব শিঘ্রই দেশের এই বিশৃঙ্খল অবস্থা দুর হয়ে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসবে সেটিই আমাদের সকলের প্রার্থনা। অপছন্দনীয় ও অসহ্য কয়েক সপ্তাহে কিছু ইতিবাচক দিকও লক্ষ্যণীয়। সাধারণ ছাত্ররা একজন আরেকজনের পাশে দাঁড়িয়েছে বন্ধুর মতো। একইভাবে দেশবন্ধু হয়ে শৃঙ্খলা ও শান্তি রক্ষার্থে কাজ করে চলেছে সেনাবাহিনী। বন্ধুত্ববোধের সত্যিকার স্পৃহাকে জাগ্রত রাখলে ও বিস্তার করতে পারলে আমাদের মধ্যকার অনেক রেষারেষি হ্রাস পাবে।

জাতিসংঘ ৩০ জুলাইকে বিশ্ব বন্ধু দিবস ঘোষণা করলেও সাধারণত আগস্ট মাসের প্রথম রবিবারেই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিশ্ব বন্ধু দিবস ঘটা করে পালন করা হয়। এ বছর বন্ধু দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয় হলো: বৈচিত্র্যকে আলিঙ্গণ করে ঐক্যকে লালন-পালন করা। শুধুমাত্র বৈচিত্র্যকে গ্রহণ নয় প্রকৃত বন্ধুত্ব বন্ধুর জন্য প্রাণ বিসর্জনের দিকেও ধাবিত করে। যিশু খ্রিস্ট বলেন, বন্ধুর জন্য প্রাণ দেওয়ার চেয়ে বড় ভালোবাসা আর কি হতে পারে? যিশু আমাদের প্রকৃত বন্ধু বলেই আমাদের জন্য প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন। আসলে প্রকৃত বন্ধুত্বের জন্য দরকার অকৃত্রিম ভালোবাসা ও আত্মত্যাগ।

নিজ স্বার্থকে বড় করে দেখলে কখনো প্রকৃত বন্ধুত্ব গড়ে উঠতে পারে না। যে বন্ধু সুখ-দুঃখে সহমর্মিতা প্রকাশ করে, বিপদে সহায়তা করে, দ্বিধাগ্রস্ত অবস্থায় সুপরামর্শ দেয়, ভুল পদক্ষেপ থেকে বিরত থাকতে সহায়তা করে, বন্ধুত্ব নষ্টের ভয়ে ভীত না হয়ে প্রয়োজনের মুহূর্তে সত্য উচ্চারণ করে আলোর পথ দেখায় সে-ই প্রকৃত বন্ধু। একজন প্রকৃত বন্ধু পাওয়া ঈশ্বরের বিশেষ দান। উত্তম বন্ধু যিশুর দিকে তাকিয়ে আমার ভেতরকার বন্ধুর স্বরূপ আবিষ্কার করতে হবে। ভণ্ড বন্ধুত্বের প্রবণতা থাকলে তা বাদ দেবার আপ্রাণ চেষ্টা করতে হবে। বন্ধুত্ব মানে না কোনো বয়সসীমা। সমমনা দুজন মানুষের মধ্যে যেমনি গড়ে উঠে বন্ধুত্ব তেমনি তরুণ-বৃদ্ধও বন্ধুত্ব গড়তে জানে। তাইতো অনেক পরিবারেই দেখা যায় দাদা-দীদা; নানা-নানীর সাথে নাতি-নাতনীর মধুর সম্পর্ক এবং মিষ্টি বন্ধুত্ব। মানব জীবনের চিরায়িত এই সুন্দর সম্পর্ককে আরো বেশি মর্যাদা ও সম্মান দিতে এবং নির্মল বন্ধুত্বকে জাগিয়ে তুলতে পোপ ফ্রান্সিস জুলাই মাসের শেষ রবিবারকে বিশ্ব মণ্ডলীতে বিশ্ব দাদা-দাদী, নানা-নানী ও প্রবীণ দিবস হিসেবে পালনের আহ্বান রাখেন। ২৬ জুলাই তারিখে যিশুর নানা-নানী সাধু যোয়াকীম ও সাধ্বী আন্নার পর্ব দিবসের কথা বিবেচনা করে তিনি এই দিবস পালনের তারিখটি নির্ধারণ করেন। একজন দাদা-দাদী, নানা-নানী স্বাভাবিকভাবেই বয়সে প্রবীণ। আর নাতি-নাতনি বয়সে কিশোর বা তরুণ। প্রবীণের থাকে অভিজ্ঞতা, প্রাজ্ঞতা, দৃঢ়তা ও স্থিরতা আর তরুণের সাথে ক্ষিপ্রতা, সজীবতা, শক্তিমত্তা ও সৃজনশীলতা। নবীণ-প্রবীণের মেলবন্ধনেই আমাদের ভবিষ্যত বিনির্মাণ করার আহ্বান করছেন পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস। নবীণ-প্রবীণ উভয়কেই কিছু ছাড় দিয়ে বন্ধুত্বের আহ্বানে সাড়া দেবার সাহসিকতা দেখাতে হবে।

ভক্তদের জন্য মঙ্গল প্রার্থনা, ত্যাগস্বীকার, সহজ-সরল জীবন-যাপন ও উপবাস করে যাজক জন মেরী ভিয়ান্নী ধীরে ধীরে তার ধর্মপল্লীবাসীর বন্ধু হয়ে ওঠেছিলেন। তিনি বড় দায়িত্বপূর্ণ কোন কাজ প্রত্যাশা করেননি; কিন্তু যে দায়িত্ব'ই দেওয়া হয়েছে তা ঈশ্বরের ইচ্ছা মনে করে গ্রহণ করেছেন এবং সর্বোত্তম ভালোবাসা দিয়ে তা সম্পন্ন করেছেন। পদ-পদবি নয় বন্ধুর মতো ভক্তের পাশে থাকার মধ্যেই তিনি আনন্দ পেতেন।

বন্ধুত্বের বৈশিষ্ট্যগুলোর সাথে আদিবাসীদের বৈশিষ্ট্যের অনেক মিল। সহজ-সরলতা, অকপটতা, হাসি-খুশি, প্রাণময়তা ও উচ্ছলতা যেমনি বন্ধুত্বকে গাঢ় করে তেমনি এগুলো আদিবাসীদেরকে তাদের স্বরূপ চিনতে সহায়তা করে। সহজ-সরলতা ও পরস্পরের পাশে থাকার শিক্ষা আদিবাসীরা মায়ের কাছ থেকেই শিখেন। তবে আদিবাসীরা সহজ-সরল হওয়াতে অনেকেই তাদেরকে ঠকান, শোষণ-নির্যাতন ও প্রবঞ্চনা করেন। সরকার বর্তমানে কিছুটা নজর দিলেও এখনও নানারূপ বঞ্চনা ও প্রতারণার শিকার বাংলাদেশের আদিবাসীরা। অনেক আদিবাসী খ্রিস্টান নারী ভুল বন্ধুত্বকে ঠিক মনে করে অন্যধর্ম ও গোষ্ঠীর ব্যক্তিকে জীবনসঙ্গী করে সুখী হতে গিয়ে বার বার ঠকছেন। তাই ছলনাময় বন্ধুত্বকে চিহ্নিত করে তা থেকে বিরত থাকতে হবে।

২৮ জুলাই বিশ্ব দাদা-দাদী, নানা-নানী দিবস, ৪ আগস্ট বিশ্ব বন্ধু দিবস ও যাজকদের প্রতিপালক সাধু জন মেরী ভিয়ান্নী পর্ব দিবস এবং ৯ আগষ্ট বিশ্ব আদিবাসী দিবসে সকল প্রবীণ, সকল বন্ধু, সকল যাজক ও সকল আদিবাসীদেরকে সম্মান-শ্রদ্ধা জানাই। একইসাথে আমরা পরস্পরের বন্ধু হয়ে ওঠতে প্রত্যয়ী হই। †

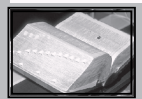

"যীশু তাদের বললেন,'আমি তোমাদের সত্যি সত্যি বলছি: মোশীই যে স্বর্গ থেকে রুটি তোমাদের দান করেছেন তা নয়, আমার পিতাই স্বর্গ থেকে সত্যকার রুটি তোমাদের দান করছেন; কারণ যে রুটি স্বর্গ থেকে নেমে আসে ও জগৎকে জীবন দান করে, সেটিই ঈশ্বরের দেওয়া রুটি"। (যোহন ৬:৩২-৩৩)

অনলাইনে সাপ্তাহিক প্রতিবেশী পড়ুন : www.weekly.pratibeshi.org

কাথলিক পঞ্জিকা অনুসারে সপ্তাহের বাণীপাঠ ও পার্বণসমূহ ৪ আগস্ট - ১০ আগস্ট, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ

৪ আগস্ট, রবিবার
যাত্রা ১৬: ২-৪, ১২-১৫, সাম ৭৮: ৩, ৪খগ, ২৩-২৪, ২৫, ৫৪, এফে ৪: ১৭, ২০-২৪, যোহন ৬: ২৪-৩৫

৫ আগস্ট, সোমবার
মারীয়ার নামে নিবেদিত মহামন্দিরের প্রতিষ্ঠা দিবস
যেরে ২৮: ১-১৭, সাম ১১৯: ২৯, ৪৩, ৭৯-৮০, ৯৫, ১০২, মথি ১৪: ১৩-২১ *অথবা* প্রত্যা ২১: ১-৫, সাম জুদিথ ১৩: ১৮-১৯, লুক ১১: ২৭-২৮

৬ আগস্ট, মঙ্গলবার
প্রভু যীশুর দিব্য রূপান্তর, *পর্ব*
দানি ৭: ৯-১০, ১৩-১৪ (বিকল্প: ২ পিত ১: ১৬-১৯), সাম ৯৭: ১-২, ৪-৬, ৯, মার্ক ৯: ২-১০

৭ আগস্ট, বুধবার
সাধু দ্বিতীয় সিক্তাস, পোপ, এবং **সঙ্গীগণ,** সাক্ষ্যমরগণ
সাধু কাজেতান, যাজক
যেরে ৩১: ১-৭, সাম, যেরে ৩১: ১০-১৩, মথি ১৫: ২১-২৮

৮ আগস্ট,বৃহস্পতিবার
সাধু ডমিনিক, যাজক, *স্মরণদিবস*
যেরে ৩১: ৩১-৩৪, সাম ৫১:১০-১৩, ১৬-১৭, মথি ১৬: ১৩-২৩

৯ আগস্ট, শুক্রবার
ক্রুশভক্তা সাধ্বী তেরেজা বেনেডিক্টা, কুমারী ও সাক্ষ্যমর
নাহুম ২: ১, ৩; ৩: ১-৩, ৬-৭, সাম ২ বিব ৩২: ৩৫-৩৬, ৩৯, ৪১, মথি ১৬: ২৪-২৮

১০ আগস্ট, শনিবার
সাধু লরেন্স, ডিকন ও সাক্ষ্যমর, *পর্ব*
২ করি ৯: ৬-১০, সাম ১১২: ১-২, ৫-৯, যোহন ১২: ২৪-২৬

প্রয়াত বিশপ, পুরোহিত, ব্রতধারী-ব্রতধারিণী

৪ আগস্ট, রবিবার
+ ১৯৬৫ সি. এগ্লে ফার্তিয়ে, সিএসসি
+ ২০২১ ফা. কর্ণেলিউস মূর্মূ (রাজশাহী)

৫ আগস্ট, মঙ্গলবার
+ ১৯৩৬ ফা. আঞ্জেলো রে., পিমে (দিনাজপুর)
+ ২০০২ ব্রা. জুসেপ্পে মাজোলো, এসএক্স (খুলনা)
+ ২০১১ সি. সিসিলিয়া গমেজ, আরএনডিএম (ঢাকা)

৬ আগস্ট, মঙ্গলবার
+ ১৯৫৭ ফা. আলেস্সান্দ্রো বোত্তিনেল্লী (দিনাজপুর)
+ ২০০৫ সি. ফির্মিনা কস্তা, সিআইসি (দিনাজপুর)

৭ আগস্ট, বুধবার
+ ১৯৩০ সি. এম. আলবার্টিন, আরএনডিএম (চট্টগ্রাম)
+ ১৯৬৬ ফা. যাকোব এস. গমেজ ভুরা (ঢাকা)
+ ২০০৬ ফা. জি. এম. তুরঁজো, সিএসসি
+ ২০১৬ সি. মেরী করুণা, এসএমআরএ (ঢাকা)

৮ আগস্ট,বৃহস্পতিবার
+ ১৯৭৩ সি. সেত-দুলর দঁদুরঁ, সিএসসি

৯ আগস্ট, শুক্রবার
+ ১৯২২ সি. এম. ইউফ্রোজিন, আরএনডিএম (চট্টগ্রাম)
+ ২০১৪ সি. এম. জেমস দেশাই, আরএনডিএম (ঢাকা)
+ ২০২২ সি. মেরী হেলেন, এসএমআরএ (ঢাকা)

১০ আগস্ট, শনিবার
+ ১৯৫৩ ফা. মাথিয়াস জে. ওসভাল্ড, সিএসসি (ঢাকা)
+ ২০১৬ সি. এনরিকা কস্তা, এসসি (দিনাজপুর)
+ ২০২১ ফাদার আলফ্রেড গমেজ (ঢাকা)

বিশেষ ঘোষণা

ঈশ্বরের সেবক থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলী

বাংলাদেশ মণ্ডলীর প্রথম বাঙালি বিশপ পরম শ্রদ্ধেয় থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলী, সিএসসি আপন মহিমায় 'মণ্ডলীর গৌরব' 'জীবন্ত সাধু', 'দিনের তারা' নামে আখ্যায়িত হয়েছেন। সেপ্টেম্বর ২, ২০০৬ খ্রিস্টাব্দে সেন্ট মেরীস ক্যাথিড্রাল, রমনা তাঁকে 'ঈশ্বরের সেবক' বলে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেওয়া হয়।

ঈশ্বরের সেবক আর্চবিশপ থিয়োটনিয়াস অমল গাঙ্গুলী সিএসসি অত্যন্ত বিনয়ী, নম্র, মানব দরদী ও ঈশ্বর বিশ্বাসী একজন পবিত্র ব্যক্তি ছিলেন। অতীব আনন্দের সাথে জানানো যাচ্ছে যে, ঈশ্বরের সেবক আর্চবিশপ থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলী, সিএসসি-এর সাধুশ্রেণীভুক্তকরণের প্রক্রিয়া সুন্দরভাবে অগ্রসর হচ্ছে। আপনারা অবগত আছেন যে, সাধু শ্রেণীভুক্তকরণের দ্বিতীয় ধাপ হল "পূজনীয়" আখ্যায় ভূষিতকরণ। সকলের দৃঢ় প্রত্যাশা এই যে, খুব শীঘ্রই ঈশ্বরের সেবক আর্চবিশপ থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলী, সিএসসি-কে পূজনীয় শ্রেণীভুক্ত করা হবে। তবে, এরজন্য প্রয়োজন তাঁর মধ্যস্থতায় অন্তত একটি অথবা একাধিক আশ্চর্যকাজ এবং তাঁর মধ্যস্থতায় ঈশ্বরের বিশেষ অনুগ্রহ লাভের সাক্ষ্যদান, যেমন–রোগ থেকে নিরাময়, কঠিন কোন সমস্যার সমাধান, বিপদমুক্তি, নতুন চাকুরী প্রাপ্তি, পারিবারিক কলহ নিরসন ও শান্তি স্থাপন, ইত্যাদি।

আপনাদের জীবনে যদি ঈশ্বরের সেবক আর্চবিশপ থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলীর মধ্যস্থতায় কোন আশ্চর্য কাজ ঘটে থাকে, অথবা উল্লেখিত কোন ঐশ-অনুগ্রহ লাভ করে থাকেন, তাহলে অনুগ্রহ করে অপনাদের ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিতকে তা জানাবেন। আপনাদের সহযোগিতাই তাঁকে সাধুশ্রেণীভুক্ত হওয়ার পথে আরও একধাপ এগিয়ে নিয়ে যাবে।

তাঁকে নিয়ে আপনার/আপনাদের কোন স্মৃতি, ঘটনা অথবা অনুপ্রেরণার কথা লিখে পাঠাতে পারেন আমাদের কাছে। এছাড়াও ঈশ্বরের সেবক আর্চবিশপ থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলী, সিএসসি'র কোন ছবি বা স্মৃতিচিহ্ন থাকলে তা-ও দিতে পারেন। সাধু শ্রেণিভূক্তিকরণের কাজে তা-ও প্রয়োজন হতে পারে।

আগস্ট মাস থেকেই সাপ্তাহিক প্রতিবেশীতে **ঈশ্বরের সেবক থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলী কর্ণার** নামে আপনাদের লেখা নিয়মিত ছাপা হবে। তাই আজই পাঠিয়ে দিন আপনার লেখাটি।

সম্পাদক

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী,
৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষীবাজার, ঢাকা-১১০০।
ই-মেইল: wklypratibeshi@gmail.com

ফাদার নিত্য আন্তনী এক্কা সিএসসি

সাধারণ কালের ১৮শ রবিবার

১ম পাঠ : যাত্রাপুস্তক ১৬:২-৪, ১২-১৫ পদ
২য় পাঠ : এফেসীয় ৪:১৭, ২০-২৪ পদ
মঙ্গলসমাচার : যোহন ৬:২৪-৩৫ পদ

মূলসুর: 'যিশুতেই আমি পরিতৃপ্ত'

খ্রিস্টেতে প্রিয়জনেরা,

বর্তমান বিশ্বের অধিকাংশ মানুষই খাদ্যের অভাবে, ক্ষুধার জ্বালায় অর্ধাহারে-অনাহারে দিন যাপন করছে। আবার দৈহিক খাদ্যের অভাব ছাড়াও আরো অনেক রকমের ক্ষুধায় কাতর মানুষ। মানুষ আজ ন্যায় বিচারের জন্য, শান্তির জন্য, মানবিক মর্যাদার স্বীকৃতির জন্য, ভালোবাসার জন্য, নিরাপত্তার জন্য, চাকুরীর জন্য এবং বন্ধুত্বের জন্য তীব্রভাবে ক্ষুধা অনুভব করছে। কিন্তু এত এত ক্ষুধা সত্বেও মানুষের হৃদয়-মন অন্তরে আরও একটি বিশেষ ক্ষুধা দিন দিন গভীর থেকে গভীরতর ক্ষতের সৃষ্টি করছে; আর এই ক্ষুধা হল আধ্যাত্মিক ক্ষুধা এবং আধ্যাত্মিক জীবনের শূণ্যতা।

আজ সাধারণ কালের অষ্টাদশ রবিবারের বাণী পাঠের আলোকে কিছু সহভাগিতা করছি এবং মূলভাব হিসেবে নিয়েছি 'যীশুতে আমি পরিতৃপ্ত।' আমাদের মধ্যে অনেক ধরনের ক্ষুধা ও তৃষ্ণা রয়েছে। আমাদের শারীরিক ক্ষুধা-তৃষ্ণা রয়েছে, রয়েছে মানসিক ও আধ্যাত্মিক ক্ষুধা-তৃষ্ণা। শারীরিক ক্ষুধা-তৃষ্ণা বিষয়ে আমরা বুঝি, কিন্তু মানসিক ও আধ্যাত্মিক বিষয়ে আমরা অনেক সময় বুঝে উঠতে পারি না। বাহ্যিকভাবে আমাদের অনেক কিছু-ই থাকতে পারে, কিন্তু অন্তরে হতে পারি ধূ ধূ বালুর ফাঁকা মাঠ। কিন্তু এত কিছুর পরেও একমাত্র যিশুতে আমি পরিতৃপ্ত হতে পারি আর তা সম্ভব তখনই যখন আমি যিশুতে পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করি এবং যিশুর জীবনময় দেহ খাদ্য হিসাবে নিত্যই গ্রহণ করি।

আজকের প্রথম পাঠে দেখি, দয়ালু ঈশ্বরই মরুভূমিতে অলৌকিকভাবে খাবার হিসাবে ইস্রায়েলীয়দের ক্ষুধা মেটানোর জন্য আকাশ থেকে 'মান্না ও পাখি'র যোগান দিয়েছেন; যা অনন্ত জীবনদায়ী খাদ্যের প্রতীক বা চিহ্ন। কিন্তু ইস্রায়েলীয়রা সেগুলো নিয়ে সন্তুষ্ট ছিল না। মঙ্গলসমাচারে দেখি, যিশু যখন কয়েকটি রুটি ও মাছ দিয়ে হাজার হাজার লোককে খাইয়েছিলেন, তখন অতি উৎসাহী কয়েকজন লোক তাঁকে রাজা বানাতে চেয়েছিল যাতে তারা তাদের প্রয়োজনীয় খাবার সব সময় পেতে পারে। তাদের এড়িয়ে যিশু অন্য জায়গায় চলে গেলেও তারা তাঁকে ঠিকই খুঁজে বের করেছিল। যিশু তাদের বলেন যে, "আমি তোমাদের সত্যি সত্যিই বলছি, তোমরা অলৌকিক নানা-নিদর্শন দেখেছ বলে'ই যে আমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছ তা নয়; বরং পেট ভরে রুটি খেতে পেয়েছ বলেই তোমরা আমার খোঁজ করছ"। অর্থাৎ তারা তাঁকে খুঁজেছে শুধু পেটের খাবারের জন্য, আত্মার খাবারের জন্য নয়। যে খাবার নষ্ট হয়ে যায় তার চেয়ে তাদের বরং যে খাবার চিরস্থায়ী সেটার কথাই বেশি ভাবা উচিত। প্রথম পাঠের আলোকে 'মান্না' হল ইস্রায়েল জাতির মানুষ যখন চল্লিশ বছর ধরে মরু প্রান্তরে যাযাবরের মতো এখানে ওখানে থাকছিল, তখন স্বয়ং ঈশ্বর প্রতিদিন রাতের বেলায় বিশেষ ধরণের খাদ্যকণা বেশ ঘনধারায় তাদের তাঁবুর চারদিকে ঝরিয়ে দিতেন। এই ভাবে তিনি তাদের বাঁচিয়ে রেখেছিলেন। সেই মান্না দেখতে ছিল যেন ধনে বীজেরই মতো। তা থেকে যে খাবার তারা তৈরী করত, তার স্বাদ অনেকটা তেলে ভাজা পিঠেরই মতো হত। ইস্রায়েল জাতির কাছে অতীত কালের এই দৈনন্দিন অন্নদান ছিল তাদের প্রতি ঈশ্বরের বিশেষ অনুগ্রহের একটি অন্যতম প্রমাণ। যেটা মঙ্গলসমাচারে যিশু নিজের দেহ উৎসর্গের মাধ্যমে নিজেই সেই পরম জীবন-অন্ন হয়ে উঠেছেন, আর যিশু যে সত্যিই পিতার কাছ থেকে প্রেরিতজন সেটাই তার প্রমাণ যে, যিশু স্বর্গের সেই জীবনময় খাদ্য যে একবার খেলে আর কোনদিন ক্ষুধার্ত হবে না।

বর্তমানে আমরা কেমন জানি জাগতিক হয়ে যাচ্ছি। জাগতিক বিষয়-আশয় নিয়ে আমরা অনেক বেশি চিন্তিত, বিচলিত। খাবার-দাবার, পোশাক-আশাক, টাকা-পয়সা, ধন-সম্পদ, বাড়ি-গাড়ি আর স্যোশাল মিডিয়া ইত্যাদি নিয়ে কত ব্যস্ত থাকি, বাড়াবাড়ি করি, দাঙ্গা-হাঙ্গামা করি; কত মিথ্যার আশ্রয় নেই, চুরি করি, একে অন্যকে ঠকিয়ে থাকি, দুর্নীতি করি। একটু সুখের জন্য, আনন্দের জন্য কত কিছু করি। আত্মার ক্ষুধার কথা একবারের জন্যও ভাবি না। আবার দেখি, টিভিতে নাটক, সিরিয়াল, সিনেমা, খেলা দেখা, ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া, টিউশন, পরীক্ষা ইত্যাদি নিয়ে কত ব্যস্ততা দেখাই!

বিশেষ করে স্যোশাল মিডিয়া যে আমাদের জীবনকে কতটা প্রভাবিত করেছে সেটা আমি এবং আমরা খুবই উপলব্ধি করেছি, গত একটি সপ্তাহ বিশেষ কারণে আমাদের দেশে ইন্টারনেট সংযোগ বিচ্ছিন্ন ছিল এবং মানুষের মাঝে খুবই বিরক্তিকর একটা সময় গেছে, সবার মাঝেই কেমন জানি অস্থিরতা লক্ষ্য করেছি, মানুষ কোন কিছুর অভাববোধ করেছে, মনে অশান্তি এসেছে; অর্থাৎ মানুষের জীবনে ইন্টারনেট একটা বিশাল জায়গা করে নিয়েছে যার ফলে মানুষের জীবনে বিশাল প্রভাব ফেলছে। কাজেই প্রার্থনা বা মিসার জন্য সবসময় সময় করতে পারি না। আমরা আমাদের আধ্যাত্মিক জীবনকে অবহেলা করি, এর গুরুত্ব দিই না, সেটাকে এড়িয়ে চলি। আমরা ভুলে যাই যে, শরীরের জন্য যেমন তেমনি আত্মার জন্যও খাদ্যের প্রয়োজন রয়েছে। আমরা সবাই অতৃপ্ত আত্মার আকুলতা ও তৃষ্ণা অনুভব করি। কিন্তু আমাদের মধ্যে অনেকেই বুঝে উঠতে পারি না - আসলে সে কার জন্য বা কিসের জন্য ব্যাকুল। আমরা আত্মায় ঈশ্বরের সাদৃশ্যে সৃষ্ট। তাই এ আত্মা সেই ঈশ্বরকেই খুঁজে বেড়ায় যতক্ষন না তাঁকে খুঁজে পায়। ঈশ্বর, সেই পরম আত্মা-ই আমাদের পরম শান্তি ও আশ্রয় দান করেন।

যিশুই সেই জীবনদায়ী রুটি যা আমাদের জীবন দান করে, যা গ্রহণ করে আমরা পরিতৃপ্ত হই। শুধু তাই নয়, এই রুটি খেলে আমরা যিশুতে রূপান্তরিত হই। আমরা যে খাবার খাই তা আমাদের মাংস, রক্ত ও হাড়ে পরিণত হয় কিন্তু যিশুকে গ্রহণ করলে আমরা যিশুতে পরিণত হই। আমরা ধীরে ধীরে খ্রিস্টময় হয়ে উঠি। বাস্তবেও আমরা খ্রিস্টেতে রূপান্তরিত হতে পারি যদি সত্যি সত্যি আমরা আমাদের পুরাতন সত্ত্বাকে, পাপ স্বভাবকে পরিত্যাগ করে খ্রিস্টের সত্যের প্রভাবে ধর্মিষ্ঠ ও পবিত্রভাবে জীবন যাপন করি। অর্থাৎ যদি আমরা খ্রিস্টের দীক্ষামন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে তাঁর খাঁটি শিষ্য হই: তাঁর চিন্তাধারাকে আমাদের চিন্তা-ধারায়, তাঁর কথা-বার্তাকে আমাদের কথা-বার্তায়, তাঁর কার্যকলাপকে আমাদের কার্যকলাপে এবং তাঁর জীবনকে আমাদের জীবনে পরিণত করি, তখনই আমরা খ্রিস্টে পরিণত হই।

জাগতিক খাদ্যে ও বিষয়ে আমাদের তৃষ্ণা মেটে না। যিশুই জীবনদায়ী রুটি যা গ্রহণ করলে আমরা জীবন পাই, যাঁর উপর বিশ্বাস করলে, যাঁর কাছে আসলে আমরা পরিতৃপ্ত হই। আমরা যেন দিনে দিনে তাঁর প্রকৃত শিষ্য/শিষ্যা হয়ে উঠতে পারি, তাঁর আরো কাছে আসতে পারি এবং তাঁতেই পরিতৃপ্ত হতে পারি- কেননা যিশু নিজেই বলেছেন, যে আমার কাছে আসে সে কখনো ক্ষুধার্ত ও পিপাসিত হবে না, আমি তাদের প্রাণের আরাম দেব, আমি তাদের স্বর্গের জীবনময় রুটি দিব, যা অনন্তকালের। আজকে আমরা বিশ্বাস ভরা অন্তরে যিশুর দেহ খ্রিস্টপ্রসাদের আকারে প্রত্যেকদিন খ্রিস্টযাগে গ্রহণ করতে পারছি এটাই আমাদের প্রতি যিশুর চরম ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ। কাজেই বলা যায় যে, আমাদের খ্রিস্টবিশ্বাসীদের জীবনে যিশুই শাশ্বত জীবনের আধার এবং উৎস!

দাদু-দাদীদের আদর্শ-অভিজ্ঞতা আমাদের আলোকবর্তিকা

ফাদার প্রশান্ত এল.গমেজ

পৃথিবীতে আন্তর্জাতিক দাদু-দাদী দিবস পালিত হয়ে আসছে। আর বিশ্ব দাদু-দাদী দিবসটি প্রথম পালিত হয় পোল্যান্ডে ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দে। আজকের শিশুই একদিন বৃদ্ধ-বৃদ্ধা হবে, দাদু-দাদী বলে তাদেরকে ডাকবে তাদের সোহাগী স্নেহের সোনামনিরা, নাতি-নাতনীরা। দাদু-দাদী দিবসটি এই জন্যই পালিত হয় যেন তারা সবার কাছে মান-মর্যাদা, সম্মান-শ্রদ্ধা, মূল্যবোধ, একটু আদর-যত্ন পায়। দাদু-দাদীর বিষয়টি উপস্থাপন করতে গেলেই চলে আসে নাতী-নাতনী, সোনামনিদের কথা। কারণ দাদু-দাদীর ও নাতী-নাতনীদের মধ্যে আছে একটা সু-সম্পর্ক, মধুর সম্পর্ক, ভালোবাসা, মায়া মমতা, দরদ, স্নেহ-যত্ন। বৃদ্ধ-বৃদ্ধা বয়সে দাদু-দাদীরা যখন তাদের কাছে কেউ থাকে না, ভালোবাসে না তখনই এই কিশোর কিশোরী শিশুরা দাদু দাদীর পাশে দাঁড়ায় সঙ্গ দেয়, আনন্দ দেয়, গল্পগুজব, ছড়া-কবিতা, রূপকাহিনী, শুনতে পছন্দ করে। ভুতের গল্প শুরু করলে দাদু-দাদীর আরও কোলের কাছে গিয়ে বসে, ভয় পায়। দাদু-দাদীরা তাদের নাতী-নাতনীদের নিয়ে হাসি-তামাসা, সঙ্গ দান করে, সময় কাটায়, খেলা করে, বেড়াতে যায়, আনন্দ অনুভব করে। সময়টা কেটে যায়, জীবনস্বপ্নে থেকে যায় ইতিহাস। বৃদ্ধ বয়সে দাদু-দাদীর হতাশা, নিরাশা, একাকিত্ব বোধ, নিঃস্বতা, দুঃখ-বেদনা, কষ্ট, মনোবেদনা ক্ষণিকের তরে উপশম ও হালকা হয়। বৃদ্ধা-বৃদ্ধা বয়সী এই দাদু-দাদীগুলো একটু মনে স্বস্থি পায়, একটু আরাম বোধ করেন। দাদুদের কাছে নাতীরা অনেক আবদার করে "একটু গল্প শোনাও না দাদু"। তবে এই সোনামনিরা হলো দাদু-দাদীদের শেষ বয়সের সম্পদ ও আনন্দদানের উপহার। একটু মোড়টা ঘুড়িয়ে নেই তবে পাঠক পাঠিকরা ক্লান্তিবোধ করবেন না। দাদু-দাদীরা আসলে কে? তারা একই পরিবারের সদস্য, সন্তান। তারাও একদিন সোনা মনি ছিলেন। বয়সের কারণে ইতিহাস গড়িয়ে যাবার পর সংসারে বিরাট পরিবারে সবার মান মর্যাদা সম্পন্ন, অভিজ্ঞ, বয়োজ্যেষ্ঠ, শ্রদ্ধাভাজন, শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যারা পরিবার ও সমাজের কর্ণধার। যাদের তাগস্বীকার, পরিশ্রম, আদর্শ, শিক্ষার কাছে আমাদের নতি স্বীকার করতে হয়। বয়স্ক, অভিজ্ঞ, শিক্ষিত, ন্যায়বান, চাল-চলনে, আদব-কায়দা, গুনাবলীর, ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন, সমাজ ও পরিবার গঠনের হাতিয়ার এই জীবনের। বর্তমানে পরিবার হোক বা সমাজে হোক তেমন মূল্য বা মান সম্মান, মর্যাদা দাদু-দাদীরা পায় না। আজকের সমাজে বড় ছোটদের মধ্যে তেমন শ্রদ্ধার-সম্মানের, আদব কায়দা গুলো লক্ষ্য করা যায় না। বৃদ্ধ-বৃদ্ধা দাদুরাই আমাদের আদর্শ শিক্ষক। কারণ তাদের নৈতিকতা, ধার্মিকতা, আধ্যাত্মিকতা আমাদের জীবনের পাথেয়। তাদের ব্যক্তিত্ব ছিল বলেই সমাজ কড়া শাসনেও ভালোবাসার সমাজ ও পরিবারগুলোতে উন্নতির শিকড়ে পৌঁছেছিল। আমাদের স্মরণ রাখা উচিত দাদু-দাদী নানা-নানীরা আমাদেরকে সুশিক্ষা ও গঠনদানের কাজে অনেক অগ্রণী ভূমিকা পালন করছেন। বর্তমানে পরিবার ও সমাজগুলোর দিকে তাকালে বুঝা যায় তফাৎ। আগে দাদু-দাদী, নানা-নানীরা পরিবারে সবাইকে নিয়ে সন্ধ্যায় প্রার্থনা করত। কিন্তু বর্তমানে পরিবারগুলোতে অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা লেগেই আছে কারণ কেউ কারো কথা শুনেনা, কাউকে মানেনা, মান সম্মানবোধ, শ্রদ্ধা নেই। ছোট পরিবার সুখী পরিবার। সেখানে থাকে সুখ, আনন্দ, মিলন মমতা, পারস্পরিক সহনশীলতা ও আনুগত্য। কালে কালান্তরে, যুগের সাথে মন মানসিকতা পাল্টায়। পরিবার বড় হতে থাকে, পরিবারে লোকসংখ্যা বাড়ে, খরচ বাড়ে, অভাব অনটন, ঝামেলা বাড়ে, সমস্যাদি বাড়তে থাকে। আস্তে আস্তে পরিবারে নেমে আসে স্বার্থপরতা, কষ্ট, দুঃখ বাড়ে, সবাই নিজের সুখ খোঁজে, কেউ কারো খবর রাখে না, পরিবার ভাঙ্গে। তখন বুড়াবুড়ি, দাদু দাদীদের ঘাড়ে চাপ বাড়ে। সকলেই দাদু-দাদীদের নিয়ে সমস্যা বোধ করে, পরিবারে তারা বোঝা হয়ে দাঁড়ায়, সবাই তাদের চোখের বালি ভাবে। তখন সে বৃদ্ধ বয়সে চোখের জলে ভাসতে হয় তাদের। বৃদ্ধাশ্রমে তাদের পাঠিয়ে দেয়া আর বেশীর ভাগ সময় পরিবারে বৌ-মাদের কারণে এই সমস্ত ঘটে। স্বামীর "অজান্তে তাদের উপর চলে জুলুম, নির্যাতন, কষ্ট, যন্ত্রণা, অকথ্য গালাগালি, শ্বশুর-শাশুড়ীদের উপর নেমে আসে সংঘাত। নির্যাতনের শিকার হয়ে অনাহারে দিন কাটাতে হয়। উপায় না পেয়ে বৃদ্ধাশ্রমে আশ্রয় নিতে হয়। বাস্তবতার দিকে তাকালেই আমরা দেখতে পাই কত অভাবী শ্বশুড়-শাশুড়ী, মা বাবা ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে রাস্তায় নামেন, দ্বারে দ্বারে ঘুরেন, রাস্তায়, পথে ঘাটে, স্টেশনে, ট্রেনে বিভিন্ন যানবাহনে অসহায় অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখা যায়। অনেকে বৃদ্ধ বয়সে রাস্তায় রিকসা, ভ্যান, ঠেলা গাড়ি চালায়। তাদের জিজ্ঞেস করলাম আপনাদের কোন সন্তান নেই। বৃদ্ধটি উত্তর দিল, কি বলব সন্তান আছে। তারা বিয়ে করে ঘর সংসার করছে, আমাকে তো দেখেনা! সত্যিই কত নিষ্ঠুর এই জগৎ ! যে বাবা মা সন্তানকে এত কষ্ট করে লালন পালন, ভরণ পোষণ করে শিক্ষা দিয়ে এত করে মানুষ করেছেন। তারাই আজ বাবা মাকে ধিক্কার দিয়ে পথে বসিয়েছে। সত্যিই দাদু-দাদীরা হলেন আমাদের পথের দিশারী, আদর্শবান, প্রজ্ঞা-জ্ঞান, ব্যক্তিত্বের অধিকারী। আজ আমরা তাদের অবজ্ঞার চোখে হেয় মনে করি, সংসারের বোঝা মনে করি। তো আজ বয়সের কারণে বৃদ্ধ-বৃদ্ধা হয়নি বরং জ্ঞানে, অভিজ্ঞতায়, ধর্মীয় অনুশাসনে, ব্যাক্তিত্বের গুনাবলীর মান মর্যাদা নিয়ে তারা দাদু-দাদী বা নানা নানি বলে প্রতিষ্ঠিত। আজ দাদুরা কর্মহীন, অচল, পঙ্গু আর অন্ধ বলে ফেলে দিব না। তাদের যত্ন, ভালোবাসায়, আদরে আমরা লালিত পালিত। তাদের গঠন দানে, আদর্শে আমরা আজ বড় হয়েছি। তারা আমাদের পথের দিশারী। একটি সত্য ঘটনা আমাদের শিক্ষা দেয়। বাড়ির গৃহকর্ত্রী তার বুড়া শশুড়কে অর্থাৎ বৌ-মা তাকে ব্যাগসহ ধাক্কা মেরে ঘর থেকে বের করে দিচ্ছে, অকথ্য গালাগালি, বুড়া মরতে পারিস না, তোর ঝামেলা আর সহ্য হচ্ছে না, বের হ ঘর থেকে। অকথ্য নির্যাতন, নির্মম পরিহাস, করুণ পরিনতি। গৃহকর্তা ঐ মুহূর্তেই বাড়িতে হাজির। মনে করেছিলাম, তার স্ত্রীর এই নির্দয় ব্যবহারের প্রতিশোধ নিবে কিন্তু তার উল্টা রূপ ধারণ করে। নির্বাক দৃষ্টিতে সন্তান তার বাবার দিকে তাকিরে ভেবে পাচ্ছিলেন না কি বলবে। আর ঐ মুহূর্তে ছোট নাতিটা সামনে এসে দাঁড়িয়ে দাদুর প্রতি সহানুভূতি দেখিয়ে বলে উঠে, "শোন মা তোমরা যখন বৃদ্ধ-বৃদ্ধা হবে, আমি বড় হয়ে তোমাদেরকে ঘর ছাড়া করব, তার প্রতিশোধ নেব, ঘর থেকে বের করে দেব। আর বাড়ীর গৃহকর্তা তার ছেলে তার বৃদ্ধ বাবাকে, স্ব-সম্মানে ঘর থেকে বের করে দেয়। সত্যিই- এই জগৎ এতই নিষ্ঠুর পাষান। আজ দাদু-দাদিদের কাছে ক্ষমা চাওয়ার দিন। তাদের অবহেলা, ঘৃণা না করে, তাদের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখি, যত্নশীল হই। কারণ তারাও আমাদের পরিবারে সৃষ্টির সেরা জীব, মানুষ। তাই মনে রাখতে হয় বটবৃক্ষ শতবর্ষী, তুমি তো ফল দিতে জান না, ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত। কিন্তু পথিকের জন্য ছায়া দিয়ে তাদের অবসন্নতা দুর করতে জানো।

আদর্শ যাজক সাধু জন মেরী ভিয়ান্নী

ফাদার মাইকেল মিলন দেউরী

"মানুষের সামনেও তোমাদের আলো তেমনিভাবে উজ্জ্বল হয়েই জ্বলুক, যাতে সকলে তোমাদের সৎকর্ম দেখে স্বর্গে বিরাজমান তোমাদের পিতার বন্দনায় মুখর হয়ে ওঠে" *(মথি ৫:১৬)*। আমার/আমাদের জীবন ও আদর্শ মানুষকে আলোকিত করে, পরিবর্তন করে নতুন করে বাঁচার প্রেরণা দেয়। বিশ্বাস নবায়ন ও ঈশ্বরভীরুতায় জীবন যাপন করতে অনুপ্রাণিত করে। সাধু জন মেরী ভিয়ান্নী এমনই একজন ধার্মিক আদর্শবান যাজক, যিনি তাঁর জীবন, প্রার্থনা, ন্যায্যতা ও বিশ্বস্ততা দিয়ে মানুষের জীবন পরিবর্তন করে ঈশ্বরভীরুতা ও বিশ্বাসের আনন্দে জীবন যাপন করেছেন। সাধু জন মেরী ভিয়ান্নী মানুষের কাছে জীবন্ত বাণী হয়ে ধরা দিয়ে আলো ও লবণ হয়ে উঠেছেন। তোমরা জগতের লবন...; আলো *(দ্রঃ মথি ৫:১৫-১৬)*। তিনি মানব সমাজের অবিশ্বাসের অন্ধকার দূর করে আলো জ্বালিয়ে তাদের জীবনকে স্বাদযুক্ত করেছেন।

সাধু জন মেরী ভিয়ান্নী আদর্শ যাজক:- সাধু জন মেরী ভিয়ান্নী একজন ধার্মিক মানুষ, আদর্শ যাজক। তাঁর একনিষ্ঠ সাধনা, বিশ্বাস, প্রার্থনা, বিচক্ষণতা ও সত্য রক্ষার ন্যায্যতাই তাঁকে ধার্মিক মানুষ হিসাবে সকলের কাছে পরিচিত করেছে। মানুষের হারিয়ে যাওয়া বিশ্বাস, পারস্পরিক বিশ্বাস ও সহভাগিতা ফিরিয়ে দিয়েছেন। ঈশ্বর-বিমুখ মানুষেরা ঈশ্বর-মুখী হয়েছেন। বিশ্বাস, ঈশ্বরভীরুতায়, পারস্পরিক সহভাগিতা ও একতায় জীবন যাপনের পথ খুঁজে পেয়েছে। বাধ্যতা, সততা, ন্যায্যতা ও প্রার্থনাই তাঁকে একজন ধার্মিক আদর্শপূর্ণ যাজক হিসাবে জগতের কাছে পরিচিত করেছে।

খ্রিস্টমণ্ডলী ঐশ জনগণ ও বিশ্বাসী জনগণের সমাবেশ। ঈশ্বরের পবিত্র বাণী ও দেহধারী বাণী (খ্রিস্টযাগ ও খ্রিস্টপ্রসাদ) দ্বারাই বিশ্বাসী ভক্তজনগণ সমবেত হন। যাজকের প্রচার ও জীবনাদর্শেই সেই বাণীর যথার্থ সন্ধান পাওয়া যায়। কেননা, প্রথমে বিশ্বাস না করলে কেউ পরিত্রাণ পেতে পারে না, তাই যাজক বিশপের সহকর্মী হিসেবে ভক্তজণগণের কাছে বাণী ঘোষণা করেন। এভাবেই তারা প্রভুর আদেশ পালন করেন, "তোমরা জগতের সর্বত্রই যাও; বিশ্ব সৃষ্টির কাছে তোমরা ঘোষণা কর মঙ্গলসমাচার" *(মার্ক ১৬:১৫)*। "বিশ্বাস জন্মায় বাণী প্রচারের ফলেই, আর বাণী প্রচার সার্থক হয় খ্রিস্টের আপন বাণীরই গুণে" *(রোমীয় ১০:১৭)*। যাজকই মঙ্গলসমাচারের সত্যকে জগতের কাছে প্রচার ও সহভাগিতা করে থাকেন। সাধু ভিয়ান্নী এই দায়িত্ব যথার্থতার সাথেই পালন করেছেন ও ভক্তজনগণের কাছে আদর্শ যাজক হিসাবে নিজেকে উপস্থিত করতে সক্ষম হয়েছেন।

সাধু ভিয়ান্নী ও যাজকীয় জীবন:- সাধু ভিয়ান্নীর যাজকীয় জীবন প্রার্থনা, ত্যাগস্বীকার ও ঈশ্বর ধ্যানে মগ্ন। ঈশ্বরের প্রতি অগাধ বিশ্বাসই অপদূতকে তাড়ানোর শক্তি লাভ করেন। "আসলে ওই ধরণের কোন অপদূতকে তাড়িয়ে দেবার একমাত্র উপায় হল প্রার্থনা আর উপবাস" *(মথি ১৭:২১)*। সাধু ভিয়ান্নীর জীবন যেন এক খোলা বাইবেল, জ্বলন্ত উদাহরণ। যাজক হিসাবে ভক্তজনগণের কাছে আদর্শ ও খ্রিস্টের দৃশ্যরূপ প্রতিনিধি, যিনি ক্ষমা ও ভালোবাসা নিয়ে জনগণের জন্য উপবাস ও প্রার্থনা করেছেন। তাঁরই প্রার্থনা, উপবাস ও ত্যাগস্বীকার ফলে মানুষ মন পরিবর্তন করে বিশ্বাসের জীবনে ফিরে এসেছে। সাধু ভিয়ান্নীর যাজকীয় জীবনে লক্ষ্যনীয়!

ক) প্রার্থনা:- প্রার্থনা, যাজকীয় জীবনে কর্ম সফলতার মূল মন্ত্র রয়েছে। "তোমাদের মধ্যে দু'জন যদি এই পৃথিবীতে কোন কিছুর জন্যে একমন হয়ে প্রার্থনা জানায়, তাহলে স্বর্গে বিরাজমান পিতা তাদের সেই প্রার্থনা নিশ্চয়ই পূর্ণ করবেন" *(মথি ১৮:১৯)*। যাজকের প্রার্থনায় মানুষের মনের পরিবর্তন হয়, রোগীরা নিরাময়তা লাভ করে ও অপদূতগ্রস্থরা মুক্ত হয়। প্রার্থনাই জীবনকে পবিত্র ঈশ্বরমুখী করে মানব সেবায় বিলিয়ে দেওয়ার অনুপ্রেরণা যোগায়। যাপিত জীবনে যাজক সাধু ভিয়ান্নী পবিত্রভাবে খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ ও খ্রিস্টপ্রসাদের প্রতি ভক্তি (আরাধনা), ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত প্রার্থনা, বাণীপাঠ-ধ্যান ও মা মারীয়ার প্রতি ভক্তি ভক্তজণগণকে ঈশ্বরমুখী করেছে। নিজেদের জীবনের পরিবর্তন করে নিয়মিত প্রার্থনায় অংশগ্রহণ করেছে।

বর্তমান বাস্তবতায় প্রার্থনার প্রতি মনোযোগ, খ্রিস্টপ্রসাদ ও ঐশবাণীর প্রতি ভক্তি বিশ্বাস একান্তভাবেই দরকার। প্রার্থনাই ঈশ্বরের সঙ্গে ব্যক্তির, ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তি ও ব্যক্তির সাথে অন্যদের মিলন সাধন করে। মঙ্গলবাণীর আলোকে প্রার্থনার মধ্য দিয়ে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত সমস্যা সমাধানে, মানুষকে ঈশ্বরমুখী করার তাগিদ অনুভব করা। আমাদের যাজকীয় জীবন মাণ্ডলিক {মণ্ডলী (বিশ্বাসী ভক্তজণগণ), যিশুর অতীন্দ্রিয় নিগূঢ় দেহ} ও সম্পর্কযুক্ত জীবন।

খ) যাজকীয় জীবনে কৌমার্য-বাধ্যতা-দরিদ্রতা: যাজকীয় জীবনের ব্রত পালন, যাজকীয় জীবনের মর্যাদা ও সৌন্দর্যের প্রতীক। আমাকে/আমাদের মানব সমাজ থেকে বিশেষ পবিত্রকরণ কাজের জন্যে বেঁছে নেওয়া হয়েছে বলেই আমি/আমরা এই ব্রত/প্রতীজ্ঞা উচ্চারণ ও গ্রহণ করি। এই ব্রতমন্ত্র উচ্চারণে আমরা যিশুকেই অনুসরণ করি, যিনি নিজের জীবনে দেখিয়েছেন। যিশু, নিজে ঈশ্বর হওয়া সত্ত্বেও নিজেকে নমিত করে, দাসের স্বরূপ গ্রহণ করে মৃত্যু পর্যন্ত আজ্ঞাবহ হলেন *(দ্রঃ ফিলিপ্পিয় ১:৫-৮)*। এই প্রতীজ্ঞা/ব্রত পালনে বিশ্বস্ততার পরিচয় দিতে হয়। যা ধার্মিক বলে বিবেচিত করে। যাজকদের প্রতিপালক সাধু জন মেরী ভিয়ান্নী বলেন; "ঈশ্বরের কাছে নিজেকে উৎসর্গের একমাত্র পথ আছে, আর তা হল পরিপূর্ণ আত্মত্যাগ"। "কেউ যদি আমার অনুগামী হতে চায়, তবে সে আত্মত্যাগ করুক এবং নিজের ক্রুশ তুলে নিয়ে আমার অনুসরণ করুক" *(মথি ১৬:২৪)*।

কৌমার্য ব্রত পালনের মধ্য দিয়ে যাজকীয় জীবনকে সুন্দর ও পবিত্র করা যায়। 'আমারে নাও, আমারে নাও, প্রভু আমি তোমার যজ্ঞপুটে একটি ফুল'। ঈশ্বরের চরণে নিজেকে নিবেদন। এই ব্রত ব্যক্তিকে সার্বজনীন ভালোবাসায় যিশুর আদর্শকে সবার সামনে তুলে ধরে। আমি যাজক, পুরোহিত; পরের হিত সাধনেই আমার অভিপ্রায় ও জগতে তীর্থযাত্রা। পুণ্য অভিষেকের দিনে যে বাধ্যতার ব্রত গ্রহণ করি, তা পালন করে ও কর্তৃপক্ষের কাছে চির বিশ্বস্ত থেকে ঈশ্বরের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস ও ঈশ্বরভীরুতায় যাজকীয় জীবনের পূর্ণতা পায়। দরিদ্রতায় জীবন যাপন তো যিশুকেই অনুসরণ করা ও নিজেকে সবার জন্য উৎসর্গ করা। "মানবপুত্র তো সেবা পাবার জন্যে আসেনি; সে এসেছে সেবা করতে এবং বহু মানুষের মুক্তিপণ হিসাবে নিজের প্রাণ বিসর্জন দিতে" *(মার্ক ১০:৪৫)*। যিশুকে

অনুসরণ করে ঈশ্বরের মহিমা ও মানুষের পবিত্রকরণের জন্য জীবনোৎসর্গ। সাধু ভিয়ান্নী নিজ জীবন দ্বারা তা-ই করেছেন।

গ) নম্রতা:- নম্রতা সকল গুণের রাণী। যাজকীয় জীবনে নম্রতা গুণটি রপ্ত করা দরকার। দাম্ভিকতা নয় নম্রতা, ক্ষমতা নয় ক্ষমা দিয়েই আমাদের পবিত্র ক্ষমতা রক্ষা করি। যাজক হিসাবে আমার/আমাদের মনে রাখা দরকার যিশু ঈশ্বর হওয়া সত্বেও নিজের সমতুল্যতাকে আঁকড়ে ধরেন নাই বরং নিজেকে নমিত করেছেন। এমন কি ক্রুশ মৃত্যু পর্যন্ত বাধ্য থেকেছেন *(দ্রঃ ফিলিপ্পীয় ২:৫-৯)*। যিশুর দিকে তাকিয়ে নিজেকে নত করে বাধ্যতায় নম্র হতে ও তাঁরই দেওয়া সেবা দায়িত্ব বহন করে নিয়ে যেতে হয়। সাধু ভিয়ান্নী বাঁধা বিপত্তির মাঝে নম্রভাবে এগিয়ে গিয়েছেন জীবনাদর্শ দ্বারা মঙ্গলবাণী প্রচারের লক্ষ্যে।

উপসংহার: যাজকীয় জীবনে সাধনার মন্ত্রে সদা জাগ্রত ধার্মিক আদর্শ যাজক সাধু জন মেরী ভিয়ান্নী। প্রার্থনা উপবাস ও ত্যাগস্বীকারের জ্বলন্ত উদাহরণ হয়ে ভক্ত-জণগণের হৃদয়ে ঐশ প্রেমের আগুন জ্বালিয়ে ভালোবাসার অঞ্জলি প্রভুর চরণে নিবেদন করেছেন। বাধ্যতার মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে, ঈশ্বরের ইচ্ছাকে প্রাধান্য দিয়ে এগিয়ে চলেছেন সত্য সুন্দর ও ন্যায্যতার পথে। ঐশবাণী ধ্যান ও নিজ জীবনে তা পালন করে ভক্তজণগণের কাছে হয়েছেন জীবন্ত মঙ্গলবাণী। যাজকীয় জীবনের সংগ্রামে খ্রিস্টের ত্রিবিধ সেবাকাজে সাহায্য করতে আমার আদর্শ যাজক সাধু জন মেরী ভিয়ান্নী।

(৯ পৃষ্ঠার পর)

স্থাপন করেন। এখানে শিশুদের ধর্মশিক্ষাসহ অন্যান্য শিক্ষা এবং খেলাধূলার মধ্য দিয়ে আর্সের ভবিষৎ কর্ণধারদের তিনি ধর্মীয় শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ করে তোলেন। এই স্কুল পরিচালনার জন্য তাকে অনেক কষ্ট করতে হয়েছে। এই স্কুল পরিচালনার ব্যয়ভার বহন করা তাঁর পক্ষে কঠিন ছিল। তবুও তিনি হাল ছাড়েননি। ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস রেখে স্কুল পরিচালনা করে গেছেন।

ধার্মিকতা থাকলে একজন বিশ্বাসের জীবনে বৃদ্ধি লাভ করে- সাধু জন মেরী ভিয়ান্নীর জীবনে আমরা এ'র প্রতিফলন দেখতে পাই। জগৎ, জগতের নাম-খ্যাতি, বিষয়-সম্পত্তি, মান-সম্মান ইত্যাদির বিষয়ে যাজক জন মেরী ভিয়ান্নীর কোন আগ্রহ ছিল না। তিনি সরল, সাধাসিধে জীবন যাপন করেছেন তা স্পষ্ট হয়ে উঠে তাঁর পোষাক-পরিচ্ছদে তেমনি তাঁর জীবনযাপনে। তিনি ঈশ্বরকে ভালোবাসতেন, যিশুর পরিত্রাণের কাজ প্রতিটি আত্মায় পৌঁছে দিতেন।

একুলীর মত একটি বড় ধর্মপল্লীতে তিনি পালকীয় কর্তব্য আরম্ভ করেন। সেখান থেকে তাকে দায়িত্ব দেয়া হল আর্স ধর্মপল্লীতে। সবকিছু ঈশ্বর ও যিশুর ভালোবাসাকে কেন্দ্র করে যে কাজ, পবিত্র আত্মাই তো তাকে সাহায্য করেন। তাঁরই জ্বলন্ত উদাহরণ যাজকদের আদর্শ জন মেরী ভিয়ান্নী এবং তাঁর আর্স ধর্মপল্লী। যাজক জন মেরী ভিয়ান্নী যত ছেড়েছেন তত পবিত্র ও বড় হয়েছেন ঐশ দয়ায় ও সেবায়। তিনি খ্রিস্টের বিশ্বস্ত সবক এবং সেবাতেই তার পরম আনন্দ ও সার্থকতা। যাজকীয় জীবনের আদর্শ মহান সাধু জন মেরী ভিয়ান্নীর জীবন-কর্ম-শিক্ষা আমাদের সকলের জীবনকে অনুপ্রাণিত করুক এবং ঈশ্বরের হাতিয়ার হয়ে কাজ করতে শক্তি সাহস কৃপা অনুগ্রহ দান করুন। ৯০

METHODIST ENGLISH MEDIUM SCHOOL

A Programme of Bangladesh Methodist Church Trust

Foster Differences in Education

CAREER OPPORTUNITY

Methodist English Medium School, a programme of Bangladesh Methodist Church Trust invites candidates for the following position:

1. **Accounts Assistant:** Full time (From 8:00 am to 4:00 pm)

Job Responsibilities:

- Handling petty cash, day to day bank transaction, official procurement (when required)
- Maintaining books of accounts, data entry and produce financial reports as per authority's requirement.
- Address issues smoothly when delegated by the authority.

Qualification & Experience: Minimum B. Com or BBA in Accounting with at least 1 (one) year of working experience in reputed organization.

Salary: As per school policy.

Interested candidates are requested to apply with a full resume along with a covering letter, one passport size photograph and attested copies of certificates addressing to the Principal, Methodist English Medium School **by 20 August 2024**.

Hard Copy:
250/1, Second Colony, Mazar Road, Mirpur-1, Dhaka 1216

Soft Copy:
principal@mems.edu.bd

Phone: 01713117967

250/1, 2nd Colony, Mazar Road, Mirpur – 1, Dhaka – 1216
Ph: 48036139, 48034365, 01713117967, E-mail: principal@mems.edu.bd,
www.mems.edu.bd, www.facebook.com/mems.edu.bd

বিজ্ঞ/১৭৪/২৪

যাজকীয় জীবনের আদর্শ সাধু জন মেরী ভিয়ান্নী

ফাদার শিশির কোড়াইয়া

সাধু জন মেরী ভিয়ান্নী একজন যাজক ছিলেন। ছিলেন মহাযাজক যিশু খ্রিস্টের জীবন অনুসরণের অন্যতম দৃষ্টান্ত স্থাপনকারী। ছিলেন ঈশ্বর নির্ভরশীল। যার জীবন ছিল প্রার্থনাপূর্ণ এবং প্রার্থনাশীল। যিনি জাগতিকতাকে একপাশে সরিয়ে দিয়ে নিজের প্রার্থনা-উপবাস-ত্যাগস্বীকারের মধ্য দিয়ে ভক্তদের মন পরিবর্তন করেছেন। যার পবিত্রতা ও ঐশপ্রেমের গুণে অখ্যাত আর্স হয়ে উঠেছিল বিখ্যাত তীর্থস্থান। জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য-পদ-পদবী সব কিছু তুচ্ছ করে ঈশ্বরে নির্ভর করে এগিয়ে গেছেন কষ্টসহিষ্ণু ও ত্যাগস্বীকারের পথ বেয়ে।

জন মেরী ভিয়ান্নী ফ্রান্সের এক অখ্যাত পিছিয়ে পড়া লিয়নস শহরে জন্মগ্রহণ করেন। যেখান থেকে যাজকীয় জীবনের পড়াশোনা করে যাজক ভিয়ান্নী হয়ে ওঠা খুবই কঠিন ও চ্যালেঞ্জপূর্ণ ছিল। তবে পারিবারিক আধ্যাত্মিকতা ও মায়ের প্রার্থনাজীবন তাকে ছোট বেলা থেকেই আকৃষ্ট করেছিল। সেই প্রার্থনা জীবন ও ঈশ্বর নির্ভরতাকে জীবনে গ্রহণ ও ধারণ-লালন করে অগ্রসর হয়েছেন জীবন পথে। একদিকে অখ্যাত লিয়নস শহর অন্যদিকে নিজের পড়াশুনাসহ বিভিন্ন দুর্বলতা হেতু জীবন চলার পথে ভিয়ান্নীকে বিভিন্ন বাঁধার সম্মুখীন হতে হয়। তবে তিনি বাঁধার নিকট পরাজিত হননি, সকল বাঁধা-বিপত্তিকে জয় করে হয়ে উঠেছেন যাজক জন মেরী ভিয়ান্নী। যাজকীয় জীবনে প্রার্থনা-উপবাস-ত্যাগস্বীকার- আরাধ্য সংস্কারের প্রতি ভক্তি তাঁর ছিল মন্দতা ও শয়তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার হাতিয়ার।

যাজক জন মেরী ভিয়ান্নী'র যাজকীয় কর্মজীবন শুরু হয় একুলী ধর্মপল্লীতে। সেখান থেকেই খ্রিস্টভক্তদের সাথে একাত্ম হয়ে তাদের মঙ্গলের জন্য কাজ করার যাত্রা শুরু হয়। প্রাহরিক প্রার্থনা, প্রতিদিন খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ, আরাধ্য সংস্কারের প্রতি ভক্তি তাকে যাজকীয় জীবনে পবিত্র ও বিশ্বস্থ থাকতে বিশেষ অনুপ্রাণিত করেছে।

ধর্মপ্রদেশের ভিকার জেনারেলের নির্দেশে একুলী থেকে আর্সে যাজক জন মেরী ভিয়ান্নী'র পর্দাপণ হয়। নতুন কর্মস্থল, নতুন পরিবেশ-পরিস্থিতি। একুলীর সাথে কিছুই মিলে না। একুলী'র তুলনায় খুবই ছোট আর্স নগরী, মানুষের মাঝে নেই ধর্মের বিষয় আগ্রহ, নাই আধ্যাত্মিকতা। সবাই জাগতিকতা নিয়ে ব্যস্ত, ঈশ্বরকে বাদ দিয়ে তারা মন্দতা নিয়ে জীবন যাপন করছে। মন্দতা তাদের পরিচালনা করছে। আর্স নগরীর জীর্ণ-মলিন গীর্জাঘরটা নগরীর খ্রিস্টভক্তদের আধ্যাত্মিক জীবনের দৈন্যতাই প্রকাশ করছে। কোন মত দণ্ডায়মান আর্স নগরের প্রভুর গৃহটি। জীর্ণ প্রভুর গৃহটি তাঁর হৃদ মাঝে জাগিয়ে তুলে একটি প্রত্যয় 'আর্স ছোট, দরিদ্র ও পরিত্যক্ত ঠিকই কিন্তু এমন একদিন আসবে যেদিন আর্স মহান হয়ে উঠবে।

যাজক জন মেরী আর্সে কিছুদিন অবস্থান করার মধ্য দিয়েই আবিষ্কার করলেন "আর্সে মানুষের মধ্যে ঈশ্বরে বিশ্বাস খুবই কম। তারা জাগতিকতা নিয়ে ব্যস্ত থাকতে বা জীবন অতিবাহিত করতে বেশি পছন্দ করে। হাতে-গোনা অল্প কিছু খ্রিস্টভক্ত রবিবাসরীয় খ্রিস্টযাগে অংশগ্রহণ করত। এমতাবস্থায় ভিয়ান্নী নিজেকে সান্ত্বনা দিত "এখানকার লোকেরা ঈশ্বর সম্পর্কে অজ্ঞ ও ধর্মীয় শিক্ষার প্রতি অনাগ্রহ"। জনগণের মনের পরিবর্তনের জন্য তিনি প্রার্থনা-উপবাস-ত্যাগস্বীকার সাধন করতে শুরু করেন। তিনি উপলব্ধি করেন জনগণের মনের পরিবর্তনের জন্য প্রার্থনা-উপবাস-ত্যাগস্বীকার করা প্রয়োজন। তিনি নব উদ্যমে খ্রিস্টভক্তদের ধর্মশিক্ষা দেয়া শুরু করেন। কেউ যদি গীর্জায় না আসত তবে যাজক জন মেরী তার বাড়ীতে গিয়ে তাকে অনুপ্রাণিত করতেন। তিনি লোকদের শিক্ষা দিতেন, পরামর্শ দেয়ার মধ্য দিয়ে জনগণকে অনুপ্রাণিত করতেন। তিনি তার লোকদের মন পরিবর্তনের জন্য অন্তরে গভীর ভালোবাসা ও আগ্রহ নিয়ে প্রার্থনা করতেন, আরাধ্য সংস্কারের নিকট দীর্ঘ সময় ধ্যান-প্রার্থনা করতেন। আর এভাবেই ধীরে ধীরে আর্স ধর্মপল্লীর জনগণের আধ্যাত্মিক জীবনে নবায়ন হয় ও পরিবর্তন আসে।

পাপস্বীকারের মধ্য দিয়ে খ্রিস্টভক্তগণ পাপ থেকে ক্ষমা পান, নতুন জীবন লাভ করেন, নিজের আত্মাকে রক্ষা করেন। যাজক জন ভিয়ান্নী পাপস্বীকার শ্রবণে অনেক সময় ব্যয় করতেন। মানুষকে তিনি পাপের পথ বা মন্দতাকে ত্যাগ করার জন্য অনুপ্রাণিত করতেন। খ্রিস্টভক্তদের নবজীবনে আনয়ন করতে তিনি ১৪-১৮ ঘন্টাও পাপস্বীকার শুনতেন। তিনি পাপস্বীকারকারী ব্যক্তির না বলা কথাও বলে দিতে পারতেন। তাই উপদেশ-পরামর্শের মধ্য দিয়ে মানুষকে পাপের পথ পরিহার করতে উৎসাহিত করতে পারতেন।

যাজক ভিয়ান্নী শুধু আর্সের মানুষের মন পরিবর্তনের জন্য কাজ করেননি সাথে সাথে তিনি পরবর্তী প্রজন্মকে ধর্মশিক্ষা দান করেছেন এবং আধ্যাত্মিক মানুষ হিসাবে গঠন দিতে নানাবিধ শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। তিনি ছোটদের অনেক ভালোবাসতেন। যখন তিনি পাপস্বীকার শ্রবণ না করতেন তখন তিনি ছোটদের সাথে সময় অতিবাহিত করতেন। বিভিন্ন পরিত্যক্ত শিশুদের উদ্ধার করে তাদের সেবা করতেন, ধর্মশিক্ষা দিতেন, বিভিন্ন প্রতিযোগিতার আয়োজন করে পুরস্কার দিয়ে তাদেরকে উৎসাহিত করতেন। ছেলে মেয়েদেরকে রোজারিমালা নিয়ে ক্লাশে আসতে হত। যাজক ভিয়ান্নী আর্সের পরবর্তী প্রজন্মকেও গড়ে তুলেছিলেন আধ্যাত্মিক মানুষ রূপে।

যাজক জন মেরী ভিয়ান্নী যিশুর আদর্শে ভোগ-বিলাসিতা, অপচয়, অনৈতিকতা, মন্দ রাস্তা/কাজ প্রভৃতি থেকে মানুষকে দূরে রাখতে অনেক শিক্ষা দিয়েছেন, পদক্ষেপ ও ব্যবস্থা নিয়েছেন। তিনি বাড়ী বাড়ী গিয়ে মানুষের সংস্পর্শে এসে তাদের অনৈতিক বিষয় হতে দূরে থাকতে পরামর্শ ও শিক্ষা দিতেন। পরিস্থিতি অনুযায়ী কঠিন কথা বা কোমলভাবে মন পরিবর্তন করতে উপদেশ দিতেন, সাহায্য করতেন। বাড়ী পরির্দশনের মাধ্যমে অনেক খ্রিস্টভক্তকে ধর্মীয় জীবনের প্রতি প্রভাবিত করেন। নিজে কষ্ট করতে প্রস্তুত ছিলেন, ত্যাগস্বীকার করতে কোন রকম দ্বিধা করেননি কিন্তু মন্দতার সাথে কোন রকম আপোস করেননি। তাঁর শিক্ষা, জীবনদৃষ্টান্ত, পরামর্শ, সাহচর্য অনেক মানুষকে ধর্মীয় পথে নিয়ে এসেছে।

যাজক জন মেরী ভিয়ান্নী শিশুকালে পড়াশুনার তেমন সুযোগ পাননি। অনেক কষ্ট করে তাকে পড়াশোনা করতে হয়েছে। তাই গ্রামের শিশুদের জন্য একটি স্কুল

(বাকি অংশ ৮ পৃষ্ঠায় পড়ুন...)

বন্ধুত্ব : আত্মার বন্ধন

দুলেন্দ্র ড্যানিয়েল গমেজ

"বন্ধু মানে একই সুরে গান,
বন্ধু মানে অকারণে মান-অভিমান।
বন্ধু মানে হতাশার সাগরে একটু খানি আশা,
বন্ধু মানে এক বুক ভালবাসা।।"

মানবজীবনে সম্পর্ক ব্যাপারটা খুবই সুন্দর এবং একই সঙ্গে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। জীবনে বেঁচে থাকতে হলে নিঃশ্বাস নেওয়াটা যেমন জরুরী তেমনি সুন্দর সর্ম্পকে বাস করাও অত্যন্ত জরুরী। মানবজীবনে তেমনি এক অন্যতম মধুর, সুন্দর ও শ্রেষ্ঠ সম্পর্কের নাম হচ্ছে "বন্ধুত্ব"। পৃথিবীতে মায়ের সাথে সন্তানের সম্পর্কের পরেই "বন্ধুত্ব" নামক সম্পর্কটি আমার-আপনার জীবনে স্থান দখল করে নিয়েছে। কারণ বন্ধুত্বের মানদণ্ড বা ভিত্তি হচ্ছে মন, আত্মা, বিশ্বাস ও ভালোবাসা। তাই মানবজীবনে বন্ধুত্ব হয়ে উঠেছে এক অপূর্বময় ও পবিত্রতম সম্পর্ক। বন্ধু হচ্ছে সেই ব্যক্তি যাকে নির্দ্বিধায় মনের সব কথা বলা যায়, যার সঙ্গে নিজের কষ্ট ভাগ করা যায়, যে পাশে থাকলে পৃথিবী জয় করার সাহস পাওয়া যায়। প্রকৃত বন্ধুত্ব হলো ঈশ্বরের কাছ থেকে পাওয়া এক অমূল্য উপহার। সর্বকালের শ্রেষ্ঠ উপহার। তাই তো পবিত্র বাইবেলে বেন-সিরা গ্রন্থ আমাদের স্মরণ করে দেয়, "বিশ্বস্ত বন্ধু সে তো প্রবল আশ্রয়, তেমন বন্ধু যে পায় সে তো মহাধন পায়। বিশ্বস্ত বন্ধু সে তো অমূল্য সম্পদ, তার যোগ্যতা পরিমাপের অতীত *(বেন-সিরা ৬:১৪-১৫)।*"

বন্ধুত্ব মানে জীবনের চরম বাস্তবতায় একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। যে অধ্যায়ে রয়েছে, প্রেম-ভালোবাসা, মায়া-মমতা, মান-অভিমান, বিশ্বাস-আশা ও পরম নির্ভরশীলতা। সাধারণত সমমনা, সমবয়সী চিন্তা-ধারা এবং একই মেজাজের মধ্যে দ্রুত বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। আত্মার বন্ধন হতে এই বন্ধুত্বের সূচনা। বন্ধু হচ্ছে আত্মার আত্মীয়। তাই তো বলা হয়ে থাকে বন্ধুত্ব হলো একটি পবিত্র সম্পর্ক, যেখানে দুটি শরীরে বিদ্যমান একটি আত্মা এবং পরস্পরের মাঝে নিজের সত্তাকে খুঁজে পায়। এই বন্ধুত্বের কিছু গুরুত্বপূর্ণ ঐশ গুণ রয়েছে যার কারণে একজন বন্ধুকে প্রকৃত বন্ধু বলে স্বীকৃতি দেওয়া যায়। বিশ্বস্ততা হলো প্রকৃত বন্ধুত্বের চিহ্ন। পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস সুন্দর করে বলেছেন, "বন্ধুত্ব হলো জীবনের নানা উপহারগুলোর একটি এবং ঈশ্বরের কাছ থেকে পাওয়া একটি অনুগ্রহ। বন্ধুত্বের মধ্য দিয়ে প্রভু আমাদের পরিশুদ্ধ করেন এবং পরিপূর্ণতার দিকে নিয়ে যান।" তাই সবসময় এই বন্ধুত্বের যত্ন ও লালন করতে হয়। বন্ধুত্ব কোন নিয়ম ধরে তৈরি হয় না। কিন্তু যখন কারও সাথে বন্ধুত্ব তৈরি হয় তখন তা টিকিয়ে রাখার জন্য সাধনা করতে হয়। কারণ বন্ধুত্বের পরিপক্কতা জীবনকে সার্থক করে তোলে। তাই দার্শনিক সক্রেটিস বলেছেন, "বন্ধুত্ব গড়তে ধীর গতির হও কিন্তু বন্ধুত্ব হয়ে গেলে তা প্রতিনিয়ত পরিচর্চা কর।"

বন্ধু এমন একটা রংধনু যেখানে আনন্দ-দুঃখ ও ব্যথা বেদনা সহভাগিতার মাধ্যমে দুটি হৃদয়ের একটি রঙিন সেতুবন্ধন তৈরি হয়। তাই বন্ধুত্বের সম্পর্ক হচ্ছে একটি মধুর সম্পর্ক। এর উৎস হলো পবিত্র হৃদয়, যে হৃদয় ভালোবাসায় পরিপূর্ণ। প্রকৃত বন্ধুত্বের অকৃত্রিম ভালোবাসাই বন্ধুত্বকে জীবন দেয় ও বাঁচিয়ে রাখে। তাই তো যিশু বলেছেন, "বন্ধুর জন্য প্রাণ দেওয়ার চেয়ে বড় ভালবাসা আর কিছুই নেই *(যোহন ১৫:১৩)*।" আর এ জন্যে মানবজীবনে বন্ধুত্বের মাহাত্ম অপরিসীম। সতিই বন্ধু বিনা জীবন অপূর্ণ। ঈশ্বর আমাদের সেই অপূর্ণতা পূর্ণ করার জন্য প্রকৃত বন্ধুকে আমাদের দিয়ে থাকেন। তাই বন্ধুত্ব হলো ঈশ্বরের দেওয়া একটি মহামূল্যবান উপহার। মূলত বন্ধুত্ব তৈরি হয় না বরং বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। এই বন্ধুত্ব কখনো একে অপরকে বলে-কয়ে গড়ে ওঠে না বরং একসাথে পথ অতিক্রম করার মধ্যে দিয়ে একে অপরের বন্ধু হয়ে ওঠে। প্রকৃতির নিয়মেই প্রকৃত বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। এজন্য বন্ধুত্ব চির নবীন। প্রকৃত বন্ধু কখনো পুরনো হয় না, সে সর্বদাই নতুন। কারণ বন্ধুত্বের কখনো বয়স বাড়ে না। দার্শনিক এরিস্টটল বলেছেন, "প্রত্যেক নতুন জিনিসকেই উৎকৃষ্ট মনে হয়। কিন্তু বন্ধুত্ব যতই পুরাতন হয় ততই উৎকৃষ্ট ও দৃঢ় হয়।" বাস্তবতায় আমরা দেখি কিছু জিনিস কখনো পুরোনো হয় না তেমনি কিছু মানুষও কখনো পুরোনো হয় না। প্রতিদিন নতুন করে তাদের প্রতি ভালোবাসা জন্মায়। বন্ধুত্বের এই সম্পর্ক যেন ভালোবাসার চূড়ান্ত প্রকাশ। যে বন্ধু সুখে-দুঃখে সহমর্মিতা প্রকাশ করে, বিপদে সহায়তা করে, দ্বিধাগ্রস্ত অবস্থায় সুপরামর্শ দেয়, ভুল পদক্ষেপ থেকে বিরত থাকতে সহায়তা করে, বন্ধুত্ব নষ্টের ভয়ে ভীত না হয়ে প্রয়োজনের মুহূর্তে সত্য উচ্চারণ করে আলোর পথ দেখায় সেই প্রকৃত বন্ধু।

মানুষ সামাজিক জীব। সমাজে বসবাস করতে গেলে আমাদের কারো না কারো সাহায্যের প্রয়োজন হয়। কারণ আমরা একা পথ চলতে পারি না। আর এই সাহায্যের তাগিদেই একজন বন্ধুর প্রয়োজন। মূলত বন্ধু হল সেই ব্যক্তি, যার সাথে সকল আবেগ, অনুভূতি, ইচ্ছা, স্বপ্ন ও একান্ত অভিজ্ঞতা চোখ বন্ধ করে নির্দ্বিধায় সহভাগিতা করা যায়। কেননা বন্ধুত্ব তৈরি হয় না বরং বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। আর এই বন্ধুত্বের সম্পর্ক সারা জীবন স্থায়ী হয়ে থাকে। অন্যদিকে বন্ধুত্বের বন্ধনে কোনো ভেদাভেদ বা বৈষম্যের স্থান নেই। মনের সাথে মন আর আত্মার সাথে আত্মার মিলনই হলো "বন্ধুত্ব"। তখন আমাদের মধ্যে বয়স, জেন্ডার, ধর্ম-বর্ণ, ধনী-গরীব ও সাদা-কালো এর তারতম্য থাকে না। বন্ধুত্বের এই নিগূঢ় প্রেম ভালোবাসা সম্পর্কে কবি নির্মলেন্দুগুণ বলেছেন;

"হাত বাড়িয়ে ছুইনা তোকে
মন বাড়িয়ে ছুই।
দুইকে আমি এক করি না
এক কে করি দুই।"

জীবন চলার পথে যে সম্পর্কে থাকে না জাতিভেদ, যে সম্পর্ক থাকে সমস্ত বাঁধার উর্ধ্বে তাই "বন্ধুত্ব"। "অন্তর মিশালে তবে অন্তরের পরিচয়"- এর বাস্তবরূপ বন্ধুত্বের বন্ধনকে আরো শক্তিশালী করে। তাইতো একজন সত্যিকরের বন্ধু কখনো অন্য বন্ধুর বিচার করে না। সে বন্ধুর সীমাবদ্ধতা জানা সত্ত্বেও বন্ধুর সবল দিকটি প্রকাশ করে। নিজের ক্ষতি জেনেও সে বন্ধুকে সাহায্য করতে কার্পণ্য করে না। দ্বিধাবোধ করে না বিপদে সর্বদা বন্ধুর পাশে থাকতে। সত্যিই আমাদের জীবনে ঈশ্বরের সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি হচ্ছে "বন্ধুত্ব"।

বর্তমানে মিডিয়ার বদৌলতে এবং মেকি ও কৃত্রিম ভালোবাসার যুগে বন্ধুর সংখ্যা তরতর করে বাড়ছে, সেখানে কে খাঁটি আর কে নকল বন্ধু তা বোঝা বড় দায়। এই বাস্তবতার সংস্পর্শ হতে গঠন গৃহগুলো কিন্তু কোনো ভাবেই মুক্ত নয়। জীবন অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি যে, "কাছে থাকা নয়, পাশে থাকার নামই "বন্ধুত্ব"। কিন্তু সংঘবদ্ধ জীবনে আমরা একসাথে জীবনযাপন করলেও অনেক সময় বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে না। কারণ আমরা কাছাকাছি থাকি সত্যিই কিন্তু পাশে থাকি না।

যার জন্য একসাথে প্রার্থনা, খেলা-ধুলা, খাওয়া-দাওয়া ও পড়াশুনা করলেও আত্মার বন্ধন রচিত হচ্ছে না। ফলে গঠন জীবনে থেকেও আমরা প্রকৃত গঠন লাভ করতে পারছি না। কেননা আমাদের বন্ধুত্ব তৈরি হয় অন্যের ক্ষতি ও সমালোচনা করার জন্য এবং গঠন জীবনের বস্তুগত ও অবস্তুগত সম্পদ ধ্বংস করার জন্যে। আমাদের মনে রাখা দরকার যে - আমরা যখন অন্য ভাই বা সহপাঠী সম্পর্কে নেতিবাচক কিছু চিন্তা করি, আমাদের মনে তখন সে ভাই বা সহপাঠী সম্পর্কে একটি শক্তিশালী প্রাচীর তৈরি হয়। যা মুখে বলতে হয় না, আমাদের আচার-ব্যবহারে তা প্রকাশ পেয়ে যায়। যখন এগুলোর উপর ভিত্তি করে বন্ধুত্ব তৈরি হয় তখন তা প্রকৃত বন্ধুত্বের সম্পর্ক নয়। তখন তা ক্ষণস্থায়ী, কৃত্রিম ও মেকি বন্ধুতের সম্পর্ক। যা বন্ধুত্বের মাধুর্যতাকে ও পবিত্রতাকে কলুষিত করছে। তাদের মত বন্ধুদের সংস্পর্শে এসে অনেকেই জীবন ধ্বংসের পথে পা বাড়ায় আবার অনেকেই চিরতরে হারিয়ে যায়। কিন্তু এগুলো তো বন্ধুত্বের ভিত্তি নয়। বন্ধুত্বের ভিত্তি হচ্ছে বিশ্বাস ও ভালোবাসা। Without faith and love friendship is meaningless. কারণ বন্ধুত্ব একটি পবিত্র সম্পর্ক যা কখনোই খারাপ কিছু করার অনুপ্রেরণা দেয় না। মিথ্যে বলে নয়, তৈল মর্দন করেও নয় বরং সত্য বলে সাহস যোগানোর নামই "বন্ধুত্ব"। বন্ধুত্ব নষ্টের ভয়ে যে অন্যায়কে প্রশ্রয় দেয় এবং প্রয়োজনের মুহূর্তে সত্য উচ্চারণ করতে পারে না সে প্রকৃত বন্ধু নয়। তাই বন্ধু বাছাইয়ের ক্ষেত্রে আমাদের আবেগিক না হয়ে বরং পরিপক্কতার সাথে সেটা বিবেচনা করতে হবে।

বন্ধুত্বের অভিজ্ঞতা আমাদের শেখায় অন্যদের প্রতি উন্মুক্ত হতে, তাদের উপলব্ধি করতে ও যত্নশীল হতে এবং আমাদের জীবন অন্যদের সাথে সহভাগিতা করতে। মূলত বন্ধু হল সেই যার সাথে সকল অনুভূতি সহভাগিতা করা যায়। বন্ধু মানেই তো হাতে হাত রেখে একসাথে পথ চলা, প্রাণ খোলা হাসি, আড্ডা, একটু অভিমান করা। সত্যিই অক্সিজেন ছাড়া যেমন এক মুহূর্তও বাঁচা যায় না তেমনি বন্ধু ছাড়াও এক মুহূর্ত পথ চলা অতি দুষ্কর। তাই বন্ধুত্বের মাঝে যেন পরস্পরের প্রতি সম্মান ও আস্থা থাকে। কারণ তা এই সম্পর্কটিকে মসৃণ ও দীর্ঘস্থায়ী করে। অন্যদিকে গ্রহণীয় মনোভাবটিও এই সম্পর্কের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কারণ প্রকৃত বন্ধু তার বন্ধু যে রকম তাকে ঠিক সে রকম ভাবেই গ্রহণ ও সাহায্য করে।

বন্ধু ছায়াদানকারী বৃক্ষের মত, সে জীবনের সকল পরিস্থিতিতে ছায়ার মত পাশে থাকে। তাই জীবনে টাকা-পয়সা, ধন-সম্পদের চেয়েও একজন সত্যিকারের বন্ধুর প্রয়োজন অনেক বেশি। চালক ছাড়া গাড়ি, ব্যাটারি ছাড়া যেমন ঘড়ি চলতে পারে না তদ্রুপ বন্ধু ছাড়া কোন স্বাভাবিক বা সুস্থ মানুষ চলতে পারে না। কথায় বলে দুঃখ সহভাগিতা করলে অর্ধেক হয় আর আনন্দ সহভাগিতা করলে দ্বিগুণ হয়। সত্যিকারের বন্ধুর সাথে সেই আনন্দ সহভাগিতা করা যায়। কারণ বন্ধু মানেই নির্ভরতা, যাকে নিশ্চিত ভাবে মনের সব কথা বলা যায়। একমাত্র প্রকৃত বন্ধুর ছায়ায় জীবন হয় আলোকিত ও পুলকিত। পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস বলেছেন, "বন্ধুত্ব ভেসে যাওয়া বা ক্ষণস্থায়ী কোন সম্পর্ক না বরং বন্ধুত্ব হলো এমন কিছু যা স্থির, দৃঢ় ও বিশ্বস্ত এবং সময়ের প্রবাহে যা আরো পরিপক্ক হয়।"

তাই আমরা প্রত্যেকে যেন প্রকৃত বন্ধু হয়ে ওঠার চেষ্টা করি যাতে অন্য আরেকজন ভাল, খাঁটি, অকৃত্রিম ও প্রকৃত বন্ধু পেতে পারে।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার:

১. পবিত্র বাইবেল

২. রমনা দর্পণ

৩. সাপ্তাহিক প্রতিবেশী (সংখ্যা-২৭, ২৮;- ২০২১, ২০২২)

বন্ধুত্বের নিমন্ত্রণে

ফাদার ফিলিপ তুষার গমেজ

মানব জীবন পারস্পরিক সম্পর্কের জীবন। এই এক জীবনে আমরা বিভিন্ন ধরনের সম্পর্কে আবদ্ধ হই। জীবনে বেঁচে থাকতে হলে নিঃশ্বাস নেওয়াটা যেমন জরুরী; তেমনি জীবন ধারনের জন্য সম্পর্কে বাস করাও অত্যন্ত জরুরী। মানব জীবনে তেমনি এক শ্রেষ্ঠ সম্পর্কের নাম হচ্ছে বন্ধুত্ব। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন, "গোলাপ যেমন একটি বিশেষ জাতের ফুল তেমনি বন্ধু একটি বিশেষ জাতের মানুষ।" হাজার মানুষের ভিড়ে বন্ধু তো তেমনই জাতের একজন। যার সাথে থাকে হৃদয়ের সম্পর্ক। বন্ধুত্বের বড় বিষয় মনের সাথে মনের যোগ অর্থাৎ গভীর মিলন। যার পরিপ্রেক্ষিতে তৈরি হয় আত্মার বন্ধন। বন্ধুত্ব সম্পর্কে পবিত্র বাইবেলে প্রবচন গ্রন্থে ২৭:৯ অধ্যায়ে বলা হয়েছে "একটি মিষ্টি বন্ধুত্ব আত্মাকে সতেজ করে।" যা বন্ধুত্বের সম্পর্ককে অটুট ও শক্তিশালী করে। কারণ বন্ধুত্বের মানদণ্ড বা ভিত্তি হচ্ছে মন ও আত্মা। বলা হয়ে থাকে, বন্ধুত্বের বয়স বাড়ে না। বন্ধুত্বের হয় না পদবী। বন্ধুত্ব চির নবীন। বন্ধুত্ব মানে জীবনের চরম বাস্তবতায় একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। তাই তো দার্শনিক সক্রেটিস বলেছেন, "বন্ধুত্ব গড়তে ধীরগতির হও কিন্তু বন্ধুত্ব হয়ে গেলে তা প্রতিনিয়ত পরিচর্চা করো।"

রক্তের সম্পর্কের উর্ধ্বে গিয়ে আত্মার যে সম্পর্ক হয় তাই বন্ধুত্ব। বন্ধু শব্দটি ছোট হলেও গভীরতা অনেক। এর ব্যপ্তি সীমাহীন। বন্ধুত্বের গল্পটি অনেকটা স্বরবর্ণের এবং ব্যঞ্জনবর্ণের মতোই। বর্ণের সাথে বর্ণের বন্ধনের নামই যে বন্ধু। আমাদের জীবনে মধুরতম সম্পর্কগুলোর মধ্যে বন্ধুত্ব অন্যতম। শ্রীকৃষ্ণকে একবার বন্ধুত্ব আর প্রেমের মধ্যে কোনটির মূল্য বেশি বলে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেছিলেন, 'প্রেম হলো সোনার মতো, যা ভেঙে গেলে আবার নতুন করে গড়া যায়। কিন্তু বন্ধুত্ব হলো হীরার মতো। যা একবার ভেঙে গেলে আর গড়া যায় না। অবশ্যই বন্ধুত্ব বেশি মূল্যবান।' একই রকম কথা বলেছেন উইলিয়াম শেক্সপিয়ার। তিনি বলেছেন, 'কাউকে সারাজীবনের জন্য কাছে পেতে হলে তাকে প্রেম দিয়ে নয় বরং বন্ধুত্ব দিয়ে আগলে রাখতে হয়।' কারণ হিসেবে বলেছেন, 'প্রেম একসময় হারিয়ে যায় কিন্তু বন্ধুত্ব কখনোই হারায় না।' অনেকেই আবার মনে করেন সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ফিকে হয়ে যায় অনেক সম্পর্কই কিন্তু বন্ধুত্ব হলো এমন এক তেঁতুল, এটা যতই পুরোনো হয় এর আয়ুর্বেদ ক্ষমতা ততই বাড়ে। কবি জীবনানন্দ দাশ বলেছেন, "যদি থাকে বন্ধুর মন গাঙ পাড় হইতে কতক্ষণ।"

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বন্ধুত্ব সম্পর্কে এই উপলব্ধি চিরন্তন 'শুধু তোমার বাণী নয় গো, হে বন্ধু, হে প্রিয়। মাঝে মাঝে প্রাণে তোমার পরশখানি দিয়ো।' কেননা মানব জীবনের সব সম্পর্কের সেরা সম্পর্ক হলো বন্ধুত্ব। পবিত্র বাইবেলে যিশু বলেছেন, "বন্ধুর জন্য প্রাণ দেওয়ার চেয়ে বড় ভালোবাসা আর কিছুই নেই *(যোহন ১৫:১৩)*।" কেননা বন্ধুত্বের দাবি ভালোবাসার দাবি। আমাদের জীবনে বন্ধু ছায়াদানকারী বৃক্ষের মত। চালক ছাড়া গাড়ি, ব্যাটারি ছাড়া ঘড়ি যেমন চলতে পারে না তদ্রুপ বন্ধু ছাড়া মানুষ চলতে পারে না।

পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস বলেছেন, "বন্ধুত্ব ভেসে যাওয়া বা ক্ষণস্থায়ী কোন সম্পর্ক না বরং বন্ধুত্ব হলো এমন কিছু যা স্থির, দৃঢ় ও বিশ্বস্ত এবং সময়ের প্রবাহে যা আরো পরিপক্ক হয়।" কেননা বন্ধুত্ব চলমান একটি প্রক্রিয়া। যার ফলে বন্ধুত্ব কোন বয়সের, কোন সীমানার বাধ্যবাধকতা মানে না। তাই "বিশ্বস্ত বন্ধু সে তো প্রবল আশ্রয়, তেমন বন্ধু যে পায় সে তো মহাধন পায়। বিশ্বস্ত বন্ধু সে তো অমূল্য সম্পদ, তার যোগ্যতা পরিমাপের অতীত *(বেন-সিরা ৬:১৪-১৫)*।" মানব জীবনে বন্ধুত্ব অপরিহার্য।

মার্কিন ঔপন্যাসিক হেনরী অ্যাডামস বলেছেন, "বন্ধুরা জন্মায়, তৈরি হয় না।" বন্ধুত্ব আসলে করা যায় না, হয়ে যায়। অনেকটা প্রেমের মতোই। আমাদের জীবনে বন্ধু আয়না এবং ছায়ার মতো হওয়া উচিত। কেননা আয়না কখনই মিথ্যা বলে না এবং ছায়া কখনও সঙ্গ ছাড়ে না। এজন্যই মণীষী নিটসে বলেছেন, "বিশ্বস্ত বন্ধু হচ্ছে ছায়ার মতো। যে খুঁজে পায়, সে একটা গুপ্তধন পায়।" সত্যিকারের বন্ধুত্ব শরীরের সুস্বাস্থ্যের মতো। এটি হারিয়ে যাওয়ার পর সত্যিকারের মূল্য বোঝা যায়। আবার হাত বাড়ালেই যে বন্ধু পাওয়া যায় তেমন কিন্তু নয়। অন্যদিকে সবাই বন্ধুত্ব ধরে রাখতে পারে না। বন্দরে বন্দরে যেমন নৌকা ভেড়ে। কেউ নেমে যায়। কেউ তাতে চড়ে বসে। শেষ পর্যন্ত যে হাতটা ধরে রাখে, সেই সত্যিকারের বন্ধু। সেভাবে গ্রিক দার্শনিক ও বিজ্ঞানী এ্যারিস্টটল বলেছেন, "বন্ধু হতে চাওয়া একটা ক্ষণিকের কাজ কিন্তু এটা এমন ফল যা খুবই ধীরে পাকে।" তিনি আরও বলেন, "বন্ধুত্ব আবশ্যিকভাবেই অংশীদারিত্ব।" তাই বন্ধুত্ব হচ্ছে দুই দেহে বাস করা এক আত্মা। বন্ধু হচ্ছে চাঁদের মতো। তুমি দূর আকাশের যে প্রান্তে থেকে তাকাবে দেখবে সে তোমার দিকে তাকিয়ে আছে। এজন্য কবি নজরুল ইসলাম বলেছেন, "অনাত্মীয়কে আমরা ঢাকঢোল পিটিয়ে সাদরে গ্রহণ করি; কিন্তু বন্ধুকে হৃদয়ে দিয়ে এবং হৃদয়ের হাসি দিয়ে বরণ করি।" তাই বলা হয়, বন্ধু মরে যেতে পারে, বন্ধুত্ব মরে না। বন্ধু কখনো পুরোনো হয় না। বন্ধুত্ব সে তো চিরদিনের এবং সে তো চিরন্তন। বন্ধুত্বের সম্পর্ক অটুট থাকুক আজীবন। বিখ্যাত মার্কিন কবি এমিলি এলিজাবেথ ডিকেনসন বন্ধুত্ব নিয়ে বলেছেন, "আমার বন্ধুরা আমার সাম্রাজ্য।" তেমনই কবির সাথে মিলিয়ে বলতে হয়, 'আমি রোদ্দুর হতে চাইনি; সমুদ্দুরও না। কেবল বন্ধু হতে চেয়েছি।'

তথ্যসূত্র:

- বন্দ্যোপধ্যায়, সজল ও খ্রীষ্টিয়াঁ মিংঙো এস. জে. (সম্পাদিত): মঙ্গলবার্তা, জেভিয়ার প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১১।
- **www.prothomalo.com**

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

প্রতিবেশী'র বার্ষিক চাঁদা পরিশোধ করেছেন কি?

ইউরোপে Work Permit Visa ও বিদেশে পড়াশোনা

Work Permit Visa (সম্প্রতি ইউরোপের সেনজেন ভুক্ত কিছু দেশে দ্রুত ওয়ার্ক পারমিট ভিসার কাজ হচ্ছে)

* Malta, Croatia, Bulgaria, Romania, Lithuania, Poland ও Serbia-তে Work Permit Visa প্রসেসিং করা হয়। Aus & New Zealand এ সীমিত সময়ের মধ্যে ওয়ার্ক পারমিট ভিসা প্রসেসিং এর অপূর্ব সুযোগ রয়েছে।
* জাপানে Specified Skilled Worker (SSW) ভিসাতে নার্সিং ও কৃষি কাজে জাপানে লোক নিয়োগ চলছে। এছাড়াও জাপানে International Service ক্যাটাগরিতেও চাকুরীর বিশেষ সুযোগ রয়েছে।

Student Visa: Canada, Australia, USA, UK, Schengen Countries, Japan, South Korea-তে Study Visa প্রসেস করছি।

Visit Visa: আমরা অত্যন্ত দক্ষতা ও সফলতার সাথে Canada,Australia, USA, UK, Japan ও ইউরোপের সেনজেন ভুক্ত দেশ সমূহের ভিজিট ভিসা প্রসেস করছি।

আমরা Student Visa ও Visit Visa-র জন্য Financial Sponsorship ও Bank Support-র বিষয়ে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করে থাকি।
বি. দ্র.: বর্তমানে স্বপরিবারে Canada-Australia ও USA যাবার সুবর্ণ সুযোগ চলছে।

খ্রিস্টান মালিকানা দ্বারা পরিচালিত আমরাই একমাত্র প্রতিষ্ঠান যাদের Foreign Admission & Visa Processing-এ দুই দশকের বেশি অভিজ্ঞতা রয়েছে।

Global Village Academy
STUDY ABROAD CONSULTANTS

Head Office:
House-11 (2nd Floor), Road-2/E, Block-J, Baridhara, Dhaka-1212
+88 01894-767125
+88 01911-052103
globalvillageacademybd
info@globalvillagebd.com

বিজ্ঞ/১৭৩/২৪

আদিবাসী বিতর্ক: রাজনৈতিক না কূটনৈতিক!

মিথুশিলাক মুরমু

জাতীয় দৈনিকগুলোর বরাতে অবহিত হয়েছি, দেশে বসবাসরত 'আদিবাসী'দেরকে আদিবাসী না বলে 'উপজাতি', 'ক্ষুদ্র জাতিসত্তা', 'নৃগোষ্ঠী' হিসেবে অভিহিত করার বিষয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করেছে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়। আদিবাসী শব্দটি নির্বাসনের লক্ষ্যে বেছে নেওয়া হয়েছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, বিশেষজ্ঞ, সংবাদপত্রের সম্পাদক, সুশীল সমাজের ব্যক্তিবর্গকে। সরকার দেশের সবচেয়ে এলিট শ্রেণীর মতামতকে পুঁজি করে দেশকে আদিবাসী শূন্য করতে চেয়েছেন। যারা দেশের অভ্যন্তরে রয়েছে, তারা সকলেই উপজাতি, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, নৃগোষ্ঠী; অর্থাৎ নতুন পরিচয়ে পরিচিত করার প্রয়াস অত্যন্ত বেদনাদায়ক, রহস্যজনক এবং দূরভিসন্ধিমূলক। ইতোপূর্বেও সরকারের মন্ত্রণালয়গুলো থেকে 'আদিবাসী' শব্দচয়নে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছিলো। মূলতঃ ৯ আগষ্ট 'আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস' উপলক্ষে দেশের বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক ও উন্নয়ন সংগঠন, অরাজনৈতিক সংগঠন বা ক্লাবগুলো আড়ম্বরের সাথে দিবসটি উদ্‌যাপন করে আসছে। প্রশ্ন হচ্ছে– তাহলে কী দেশের আদিবাসী সাঁওতাল, কোল, ভীল, মুণ্ডা, উরাঁও, মাহালে, রাজোয়াড় কিংবা গারো, হাজং, খাসি, চাকমা, ত্রিপুরা, মারমা'দের চরিত্র, বৈশিষ্ট্য, ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, ভাষা রাতারাতি বদলে গেল?

আদিবাসী শব্দটির প্রচলন হঠাৎ করেই শুরু হয়নি। আমরা দেখেছি, ব্রিটিশ সরকারের শাসনামলে বেঙ্গল টেনেন্সী এ্যাক্টের ৯৭ ধারায় Indigenous এর বঙ্গানুবাদ করা হয়েছে– আদিবাসী। ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে পাকিস্তান সরকার আইনটি রিভিউ করে আদিবাসী শব্দটিকে বহাল রেখেই। অতঃপর ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে পাকিস্তানের নাম-নিশানাকে নিশ্চিহ্ন করে সোনার বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটেছে। সদ্য স্বাধীন দেশে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নেতৃত্বাধীন সরকারই ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে যে আইএলও কনভেনশন ১০৭ অনুস্বাক্ষর করে গেছেন, সেখানেও আদিবাসী বা Indigenous শব্দটি শুধু ব্যবহারই নয়, তাদের স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিলো। সাহায্য ও পুনর্বাসন মন্ত্রী জনাব এ.এইচ.এম. কামরুজ্জামান দৈনিক আজাদ, ২ অক্টোবর ১৯৭২, সোমবার, ৫ম পৃষ্ঠা, ২য় কলাম প্রকাশিত সংবাদে প্রতীয়মান হয়েছে, কামরুজ্জামান সাহেব আদিবাসী শব্দটি ব্যবহার করে সাঁওতালদের সাথে মতবিনিময় করেছেন। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, 'অদ্য প্রাতে এখানে সার্কিট হাউসে আদিম অধিবাসী (সাঁওতাল) নেতাদের উদ্দেশ্যে বক্তৃতাদান প্রসঙ্গে মন্ত্রী একথা বলেন। জনাব কামরুজ্জামান তাদের আদিবাসী বলে মনে না করে অন্যান্যদের মত নিজেদেরকে বাংলাদেশের নাগরিক বলে মনে করার পরামর্শ দেন। তিনি বলেন যে, জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে বাংলাদেশের সকল নাগরিক সমান অধিকার ও সুবিধা ভোগ করতে পারবে। তিনি আরও বলেন যে, সরকার দেশের জনগণের কোনও এক সম্প্রদায়ের প্রতি উদাসীনতা বরদাশত করবেন না।' তারপরেও কেটেছে দীর্ঘ বছর, ২০১১ খ্রিস্টাব্দে পবিত্র সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী পর্যন্ত আদিবাসীরা আদিবাসী হিসেবেই বিবেচিত হয়েছেন কিন্তু সংশোধনীর পরই হয়ে গেলেন 'উপজাতি', 'ক্ষুদ্র জাতিসত্তা', 'নৃগোষ্ঠী'; যা আদিবাসীরা প্রত্যাখ্যান করেছে।

ভাবনার বিষয় হচ্ছে– কেন শিক্ষক, সংবাদপত্র কিংবা বুদ্ধিজীবীর মুখ থেকে বলানোর ব্যবস্থা নিয়েছে সরকার! শিক্ষিত, বুদ্ধিমান, জ্ঞানী ও বিচক্ষণ ব্যক্তিরাই গবেষণা করেছেন, ইতিহাস ঘেঁটেছেন, ভূ-রাজনৈতিক পরিস্থিতিগুলো বিশ্লেষণ করেছেন; সেক্ষেত্রে সঠিক ও নিরেট সত্যকে তুলে ধরার প্রয়াস চালিয়েছেন। একদল শিক্ষক সত্যের সন্ধানী, সত্যকে ধারণ করে এগিয়েছেন; অপরদিকে সরকারের সৃষ্ট রাজনৈতিক পরিচিতিকে শিক্ষকদের দ্বারাই হালাল করার পরিকল্পনা খুবই ন্যাক্কারজনক। মজার বিষয় হচ্ছে– আজ পর্যন্ত সরকারের

কর্মকর্তাগণ 'উপজাতি', 'ক্ষুদ্র জাতিসত্তা', 'নৃগোষ্ঠী'র কোনো সংজ্ঞা নির্মাণ করতে পারেনি; পারেন নি কোন কোন জাতিগোষ্ঠী 'উপজাতি', 'ক্ষুদ্র জাতিসত্তা', 'নৃগোষ্ঠী' হিসেবে চিহ্নিত করতে!

প্রজ্ঞাপনটি জারির পর আদিবাসী শব্দটি পরিবর্তনের বিষয় নিয়ে কথা বলছিলাম কয়েকজন বীরমুক্তিযোদ্ধার সাথে। তাদের সাফ কথা আমরা তো এই স্বপ্ন-দর্শনের জন্য লড়াই করিনি। আমরা আদিবাসী, আদিবাসী হিসেবে বাংলার মাটিতে সমাহিত হতে চাই। ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেছেন, 'স্বাধীনতার চার দশক পর্যন্ত দেশের সর্বত্রই আদিবাসী হিসেবে নিজেদের উপস্থাপন করেছি, আদিবাসী মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে গর্ববোধ করেছি; কিন্তু কোথায় থেকে কিভাবে পরিস্থিতি পাল্টেছে, সেটির গোঁড়া খুঁজে বের করা দরকার। আমাদের দেশের বৃহত্তম রাজনৈতিক দলগুলো আদিবাসীদের দুদর্শা, অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে সহমত পোষণ করেছেন; পাশে দাঁড়িয়ে উৎসাহিত করেছেন; এমনকি ৯ আগষ্ট আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবসে বাণী দিয়েছেন। এতো কিছুর পরেও কেন সবচেয়ে নিরীহ জাতিগোষ্ঠী নিয়ে ষড়যন্ত্র, কেন পরিচিতি নিয়ে ছিনিমিনি খেলা! তাহলে কী আদিবাসীরা তুরুপের তাসে পরিণত হতে চলেছে!' উল্লেখ্য যে, বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০০৯ খ্রিস্টাব্দে আদিবাসী দিবস উপলক্ষে তাঁর দেওয়া বাণীতে আদিবাসীদের নিজস্ব পরিচয়ে সব অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠার ওপর বলিষ্ঠ গুরুত্বারোপ করেছিলেন।

আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকার সাংসদগণ অহরহ রাজনৈতিক ময়দানে 'আদিবাসী' শব্দটি আওড়াচ্ছেন। মহান জাতীয় সংসদে বক্তব্যকালেও সতর্কতার সাথেই শব্দটি ব্যবহার করে যাচ্ছেন। তাহলে কেন নয় তাদেরকে নিয়ন্ত্রণ করা; তারাই তো আইন প্রণেতা। রাজনৈতিক বিশ্লেষণে উপলব্ধেয় যে, ভোটের বা ক্ষমতার রাজনীতিতে আদিবাসীদের ভোট বড় ফ্যাক্টর হয়ে দাঁড়িয়েছে। আদিবাসীদেরকে হাতে রাখতে রাজনৈতিক কৌশল পূর্বেও ছিলো, আজো তা বহমান রয়েছে। আদিবাসীরা পঞ্চদশ সংশোধনীর প্রাক্কালে দেখেছে, দলীয় শৃঙ্খলার বাইরে গিয়ে কেউ-ই আদিবাসী শব্দটি সংযোজনের পক্ষে মহান সংসদে কথা বলেন নি। স্বচ্ছ জলের মতোই আদিবাসীদের কাছে প্রতীয়মান হয়েছে, 'উপজাতি', 'ক্ষুদ্র জাতিসত্তা', 'নৃগোষ্ঠী' শব্দগুচ্ছগুলো রাজনৈতিক ভাষা, রাজনৈতিক পোশাক-পরিচ্ছেদ।

পবিত্র সংবিধানের ৩৯ অনুচ্ছেদের ২ (ক) ও ২ (খ) ধারায় যে বাক স্বাধীনতা

(বাকি অংশ ১৫ পৃষ্ঠায় পড়ুন...)

তোমাদের নিয়ে আমাদের চলা

লাকি ফ্লোরেন্স কোড়াইয়া

আমরা প্রত্যেক মানুষ চাই আমাদের পরিবারটা খুব সুন্দর হবে। তবে একটি সুন্দর পরিবার এমনি এমনিই গড়ে ওঠে না। এর পিছনে পরিবারের পিতা-মাতা, সন্তান সকলকেই নিজ নিজ জায়গা থেকে কিছু দায়িত্ব পালন করতে হয়।

কিন্তু পরিবারের ছোট সদস্যরা অর্থাৎ সন্তানেরা প্রথম দিকে তাদের দায়িত্ব বা কাজ সম্পর্কে বুঝতে পারে না। এক্ষেত্রে পিতা-মাতার দায়িত্ব হলো সে সম্পর্কে তাদের বুঝিয়ে দেওয়া, যেন ছোট বেলা থেকেই তারা সে ভাবে গড়ে উঠতে পারে। তবে এখানে বলে রাখা প্রয়োজন পরিবারের ছোটদের দায়িত্ব শুধু পড়া লেখা করাই নয়, এর পাশাপাশি তাদের সামর্থ অনুযায়ী পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠ দাদা-দাদি, নানা-নানিদের সেবা করা এবং তাদের প্রতি সদয় ব্যবহার করা। এতে করে বয়োজ্যেষ্ঠ দাদা-দাদি, নানা-নানিদের সাথে নাতি-নাতনীদের একটি সুন্দর সম্পর্ক গড়ে ওঠে। আর এর ফলে আমাদের পরিবার গুলো আদর্শ ও সুখী পরিবার হয়ে উঠে।

দাদা-দাদি আর নাতি-নাতনীদের মধ্যেকার সুন্দর সম্পর্ক একটি পরিবারের অনিন্দ্য সুন্দর সম্পর্ক। আর এই সুন্দর সম্পর্ক সকল পরিবারের কাম্য। তবে নাতি-নাতনীরা তাদের দাদা-দাদির সাথে কীভাবে সময় কাটাবে, বা কীভাবে তাদের সম্মান করবে, সেবা করবে- সেটা শেখানো পরিবারের বাবা-মায়ের একটি বড় দায়িত্ব। সন্তানদের সত্যিকারের মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে প্রত্যেক পিতা মাতাকে তাদের সন্তানদের ছোটবেলা থেকেই এই শিক্ষা দিতে হবে এবং সেটা তারা পালন করছে কিনা তা দেখতে হবে। এই বয়োজ্যেষ্ঠ দাদা-দাদির সেবা করার মধ্য দিয়ে সন্তানেরা পারিবারিক কাজে অংশ নিতে শিখে এবং ভবিষ্যতে পিতামাতার দায়িত্ব নেবার প্রস্তুতি গ্রহণ করে।

আমাদের প্রত্যেক পরিবারেই বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিরা রয়েছেন এবং তাদের জন্য বিশেষ যত্নের প্রয়োজন। যারা পিতা মাতা তারা যদি এই ভাবে ভাবেন- আজকে আপনি যেভাবে আপনার সন্তানের জন্য পরিশ্রম করেছেন, একদিন তারাও ঠিক এই ভাবে পরিশ্রম করে আপনাকে মানুষ করেছেন। এবার ভাবুন আপনি আপনার সন্তানের কাছে কি চান? সে ভালো মানুষ হবে, ভবিষ্যতে আপনার দেখভাল করবে- এই তো? তাহলে একই চাওয়া কি আপনার পিতা মাতা করেননি? ঠিক এই বিষয়টি আপনার সন্তানের মনে গেঁথে দিতে হবে এবং দাদা-দাদি, নানা-নানির প্রতি সহনশীল হয়ে তাদের সেবা করতে অনুপ্রাণিত করতে হবে এবং এটি তাদের দায়িত্ব, সে কথাও বলে দিতে হবে। তবে পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠদের প্রতি পিতা মাতাগণ নিজেদের দায়িত্ব যখন সঠিক ভাবে পালন করেন, তখন পরিবারের ছোটরাও তা অনুসরণ করে থাকে।

স্বাভাবিক ভাবে যদি দেখি, বয়োজ্যেষ্ঠরা সাধারণত নানাবিধ সমস্যায় ভুগে থাকেন। প্রথমত: শারীরিক অসুস্থতা তাদের প্রধান সমস্যা। কিন্তু এ ছাড়াও বার্ধক্যজনিত বিভিন্ন মানসিক সমস্যা - উদ্বেগ, একাকীত্ব, বিষন্নতা, ঘুমের সমস্যা, স্মৃতিভ্রম প্রভৃতি দেখা দেয়। ২০১৮ খ্রিস্টাব্দে জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য জরিপের তথ্যানুযায়ী - বাংলাদেশে প্রবীণদের মানসিক রোগের হার অনেক বেশি। কাজেই এই সময়ে তাদের সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন হলো পরিবারের সদস্যদের মানসিক সাপোর্ট। আর মানসিক সাপোর্ট যেকোনো বয়সের জন্য ঔষধের মত কাজ করে। বর্তমান সময়ে আকাশ সংস্কৃতি আমাদের চলাফেরাসহ বহু কাজ সহজ করে দিয়েছে। তবে আমাদের ব্যক্তি জীবনে ও কর্মক্ষেত্রে কাজের চাপ, দায়িত্ব দিনদিন বেড়েই যাচ্ছে। ফলে প্রত্যেক মানুষ নিজ নিজ কাজ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ছে। আবার স্কুল কলেজগামী ছেলে মেয়েরা ও তাদের পড়াশোনা নিয়ে ব্যস্ত। একারণে দাদা-দাদি, নানা-নানিরা তাদের কথা শোনার বা কথা বলার মানুষদের অভাব অনুভব করেন। এক্ষেত্রে পিতা মাতা হিসেবে ছেলে মেয়েদের তাদের দাদা-দাদিদের সাথে কথা বলার, তাদের কথা শোনার জন্য অনুপ্রেরণা দিতে হবে এবং একই সাথে কিছু সময় তাদের সাথে গল্প করার সুযোগ করে দিতে হবে।

নাতি-নাতনীরা দাদা-দাদির কাছে আপন সন্তানের চেয়ে অধিক প্রিয়। আমাদের পরিবারের দিকে তাকালেই তা স্পষ্ট বোঝা যায়। দাদা-দাদিরা নাতি-নাতনীদের অত্যন্ত স্নেহ করেন এবং ভালোবাসেন। নিজেদের যত কষ্টই হোক না কেন, নাতি-নাতনীদের লালন পালন করার জন্য তারা গ্রাম থেকে শহরে চলে আসেন। এমনকি দেশ থেকে বিদেশ পর্যন্ত চলে যান। কাজেই দাদা-দাদিদের বার্ধক্যে এবং তাদের অসুস্থ অবস্থায় নাতি-নাতনীদেরও বিরাট দায়িত্ব থেকে যায়। সেই দায়িত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া পিতা মাতার একটি বড় দায়িত্ব।

দাদা-দাদিদের প্রতি নাতি-নাতনীদের করণীয় -

১) দাদা-দাদি যেন একাকীত্বে না ভোগেন, সেইজন্য তাদের সময় দেওয়া।

২) তাদের কথা শোনা

৩) তাদের ঔষধ খেতে মনে করিয়ে দেওয়া এবং হাতের কাছে এগিয়ে দেওয়া।

৪) স্কুলে-কলেজে যাবার আগে তাদের বলে যাওয়া এবং ফিরে এসে তাদের সাথে দেখা করা এবং ঔষধ খেয়েছে কিনা জিজ্ঞেস করা।

৫) গল্প করার সময় কখনো সংবাদপত্র, ম্যাগাজিন গল্পের বই পড়ে শোনানো।

৬) বন্ধুদের সাথে ঘটে যাওয়া কোনো মজার ঘটনা সহভাগিতা করা।

৭) পরিবারের বয়স্ক ব্যক্তিরা অনেক সময় অধিক খরচ ভেবে তাদের প্রয়োজনের কথা জানাতে চায় না। এক্ষেত্রে নাতি-নাতনীরা তাদের প্রয়োজনটা জেনে নিতে পারে এবং বাবা মাকে তা জানাতে পারে। যেমন- চশমা ঠিক আছে কিনা তা চেক, ঔষধপত্র আছে কিনা তা দেখা, পছন্দের কোনো খাবার খেতে চায় কিনা তা জানতে পারে।

৮) এই বয়সে দাদা-দাদিরা নতুন নতুন মানুষের সাথে পরিচিত হতে চায়। তাদের আনন্দ দিতে মাঝে মধ্যে বন্ধু-বান্ধবদের বাড়িতে এনে তাদের সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়া।

৯) বাবা মায়ের সাথে আলাপ করে দাদা-দাদির জন্মদিন পালন করা।

১০) কোনো কাজে তাদের পরামর্শ চাইলে তারা খুব আনন্দিত হন। কাজেই কখনো কখনো তাদের কাছ থেকে পরামর্শ চাওয়া।

১১) দূরের আত্মীয় স্বজনদের সাথে মোবাইলে কথা বলিয়ে দেওয়া।

১২) অনেক বয়স্ক দাদা-দাদিরা আছেন যারা মোবাইল চালান। কিন্তু অনেক সময় তাদের ফোনে টাকা থাকে না। এসময় তারা নিজেদের সন্তানদের কাছে তা বলতে লজ্জাবোধ করেন এবং অসহায় বোধ করেন। নাতি-নাতনীরা এই দিকটি খেয়াল

রাখতে পারে এবং কখনো নিজেদের হাত খরচ থেকে তাদের মোবাইলে টাকা দিতে পারে। কখনো বাবা মাকে তা জানাতে পারে।

১৩) বর্তমানে মোবাইল অনেকটা সহজলভ্য। দাদা-দাদিদের একাকীত্ব কাটাতে এবং আনন্দের জন্য তাদের পরিবারের সামর্থ্য অনুযায়ী মোবাইল কিনে দিতে বাবা মাকে অনুরোধ করতে পারে। এবং তারা যেন তাদের বন্ধু-বান্ধবদের সাথে যোগাযোগ করতে পারে, সেইজন্য ফেসবুক আইডি খুলে দিতে পারে। ফেসবুক চালানো শেখাতে পারে। এতে করে তাদের অলস বা অসার সময়টা আনন্দে পার করতে পারে।

১৪) বার্ধক্য জনিত কারণে অনেকেই ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও গীর্জায় বা ধর্মীয় কোনো অনুষ্ঠান, পর্বে যেতে পারেননা। ফলে তারা মনোকষ্টে ভোগেন। কিন্তু বর্তমানে অনলাইনে সকল অনুষ্ঠান, খ্রিস্টযাগ সরাসরি সম্প্রচার করাহয়। তাদেরকে অনলাইনে যুক্ত করে অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের সুযোগ করে দিতে পারে।

১৫) বর্তমানে সিনডালচার্চ (Synodal Church) বা সহভাগিতার মইমণ্ডলীর অধীনে আমরা যাত্রা করছি। সদ্যজাত শিশু থেকে মৃতপ্রায় ব্যক্তি-সকলেই এই মণ্ডলীর অধীনে। কাজেই মাণ্ডলীক কাজে বয়স্ক দাদা-দাদি, নানা-নানিরা সরাসরি অংশগ্রহণ করতে না পারলেও বিভিন্ন মিডিয়া, অনলাইনের মধ্য দিয়েও তাদের মণ্ডলীর সাথে সম্পর্কযুক্ত রাখতে নাতি-নাতনীদের একটি বড় দায়িত্ব। এটা ভুলে গেলে চলবে না যে, একদিন আমরা কিন্তু আমাদের দাদা-দাদি, নানা-নানির হাত ধরেই মণ্ডলীর সদস্য হয়েছি এবং ধর্মীয় আচার-আচরণ শিক্ষা লাভ করেছি। কাজেই বার্ধক্যে এই সুযোগ তাদের দিতে হবে।

১৬) বার্ধক্যজনিত কারণে তারা অনেক কিছু ভুলে যান। যেমন - লাঠি, চশমা কোথায় রেখেছেন তা মনে করতে পারছেন না। নাতি-নাতনীরা এসব জিনিস খুঁজে দিতে পারেন।

পরিবারের প্রত্যেক ছেলে মেয়েদেরই তাদের বয়স্ক দাদা-দাদিদের প্রতি যত্নশীল, সহনশীল ও আন্তরিক হতে হবে। মনে রাখতে হবে দাদা-দাদি, নানা-নানি তাদের পিতা মাতার জন্মদাতা-জন্মদাত্রী। তারা কোনোভাবেই অবহেলার নয়। সবচেয়ে কঠিন যে সত্য- তাদেরকে মনে রাখতে হবে - একদিন তারাও দাদা-দাদি, নানা-নানি হবে। কাজেই আজ তারা তাদের বয়স্ক দাদা-দাদি আর নানা-নানির প্রতি যেমন আচরণ করবে; একদিন তাদের প্রতিও তেমন আচরণ করা হবে। তাই আমাদের এই নতুন প্রজন্মের কাছে এই আহ্বান - তোমরা তোমাদের দাদা-দাদি, নানা-নানি এবং সকল বয়োজ্যেষ্ঠদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করো, তাদের প্রতি সহনশীল ও যত্নশীল হও।

(১৩ পৃষ্ঠার বাকি অংশ)

ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা দেওয়া রয়েছে, তাতেও সরকারের সার্কুলারে সম্পূর্ণ অস্বীকার করা হয়েছে। একজন কী কী শব্দ চয়ন করলেন, তাতে রাষ্ট্রের কারও কিছু বলার নাই, যদি এই শব্দ ব্যবহারে অন্য কারও প্রতি বিদ্বেষ বা ঘৃণা না ছড়ানো হয়। আমরা অবলোকন করেছি, দেশের সংবিধানে সুস্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, সংবিধানের কোনো ধারা বা বিষয় নিয়ে কোনো বিতর্ক বা মতান্তর দেখা দিলে তার ব্যাখ্যা একমাত্র দেশের সর্বোচ্চ আদালত বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টই দিতে পারবে। অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান, গোষ্ঠী বা ব্যক্তি নয়। আর বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টেরই এক রায়ে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে যে আদিবাসী শব্দটি ব্যবহারে কোনো আইনগত প্রতিবন্ধকতা নেই। তাহলে কী রাষ্ট্রের তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় ঘোলা জলে মাছ শিকার করতে চেয়েছে!

মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ ছিলো– অসাম্প্রদায়িক, শান্তি ও সম্প্রীতিজনক। বঙ্গবন্ধু পবিত্র সংবিধানে সংযোজন করেছিলেন, 'সকল নাগরিকের আইনের শাসন, মৌলিক মানবাধিকার এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাম্য, স্বাধীনতা ও সুবিচার নিশ্চিত হইবে।' সুবর্ণ জয়ন্তীর প্রাক্কালে পুনর্বার আদিবাসী শব্দটি নিষিদ্ধকরণের পদক্ষেপগুলো রক্তক্ষরণের সৃষ্টি করে। মানবাধিকার, সাম্যতা বিনির্মাণে আমরা কতোটা সহনশীল, কতোটা আগ্রহী! নাকি অন্যকে অসম্মান করে নিজেদেরকে সম্মানিত করবো। আদিবাসী কবি শরৎ জ্যোতি চাকমা'র ভাষায়-

'শোষণ করিবে শোষিত হবো

অথচ অধিকার দেবেনা, কথা বলতে দেবেনা লড়তে দেবেনা

তা কেমন করে হয়?

আমি আদিবাসী তাতে কি,

বঙ্গেই রহিবে জীবন

দেশহীন হবো কেন?

সংবিধানে আমার নাম থাকবেনা কেন?

সবই ষড়যন্ত্র!

অষ্টপ্রহর দৃষ্টিতে বৈষম্যের প্রতিচ্ছবি

দানবের দানবীয়তায় বিকট বিকট আর্তচিৎকার

ফলাফল, অগণিত লাশ, ধর্ষিত রমনীর আহাজারি

কিংবা ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন মৃত দেহ

হুমকি বারংবার, ত্যাগী হও বাস্তুভিটা, হবে ইকোপার্ক

কিংবা নববসতি

খাটিবেনা আইনের ডায়রী, চলিবেনা যৌক্তিকতা

অসহায় হয় বসুমতি

তবে ভীত নয় আদিবাসী, লড়বে বারবার মানিবেনা এই দুর্গতি।

আমি আদিবাসী

আমাকে কথা বলতে দাও, শুনতে দাও, লড়তে দাও

বন্দীত্ব আর হবে না, উত্তপ্ত আজ প্রতিটি রক্তবিন্দু

ভাঙবো শোষকের লোহার বাঁধ

মানবো না ঘৃণার দাবানল, পুলিশি গ্রেপ্তার

ফিরিয়ে দাও আমার মায়ের হাঁসি

মেনে তোমাকে নিতেই হবে

আমি আদিবাসী।'

জেগে ওঠো আদিবাসী

অরুপ ইন্দোয়ার

জাগো হে আদিবাসী, জাগো
জাগো তুমি আজ বিশ্বমাঝে
জেগে ওঠো তব নতুন সাজে।
আলো হয়ে জেগে ওঠো
অন্ধকারের সাথে যুদ্ধ করো
আলোকিত করে দাও
মোদের এই ধরণীটাকে।
দূর্যোগে সংগ্রামে সাহসী হও
ঘাত প্রতিঘাতে হও জয়ী,
বীর বেশে তুমি এগিয়ে চলো
মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে শেখো,
সামনের দিকে পথ চলে
সকল বাধা ছিন্ন করে
জ্বালিয়ে দাও তোমার শিখার প্রদীপ
আজ বিশ্ব দরবারে।

গত সংখ্যার বাকি অংশ

হারিয়ে যাওয়া খ্রিস্টীয়ান জনপদ পরিপ্রেক্ষিত ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশ

ড. ইসিদোর গমেজ

ভূষণা, তেলিহাটি, ধর্মনগর, কোষাভাঙ্গা: ভূষণা নামটি আমাদের কাছে এখন খুবই পরিচিত। এখানেই কিংবদন্তীর বঙ্গসন্তান ধর্মপ্রচারক দোম আন্তনীয় রোজারিও রাজারপুত্র হিসাবে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তারপর শৈশবে অপহৃত হন, শেষে চট্টগ্রামে ফাদার মানুয়েল রোজারিও'র আশ্রয়ে বড় হন, খ্রিস্টধর্মে দীক্ষালাভ গ্রহণ এবং ধর্মশিক্ষা লাভ করেন। অতঃপর ২২/২৩ বছর বয়সে নিজ এলাকা ভূষণায় ফিরে গিয়ে খ্রিস্টধর্ম প্রচার শুরু করেন এবং স্থানীয় মানুষদের খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত করেন। এভাবে তিনি ভূষণার ধর্মনগর, তেলিহাটি, কোষাভাঙ্গা নামক স্থানে কেন্দ্র গড়ে তুলেন। দুঃখের বিষয় হলো, আজও দোম আন্তনীয়র প্রাথমিক কেন্দ্রগুলো সঠিকভাবে চিহ্নিত করা সম্ভব হয় নি। বর্তমানে ভূষণা জনপদের কেন্দ্র ফরিদপুর জেলার মধুখালী উপজেলায় অবস্থিত। আর ভূষণা থানার কেন্দ্র বর্তমানে বোয়ালমারি নামে পরিচিত। মধুখালি উপজেলার নওপাড়া ইউনিয়নের একটি গ্রামের নাম হলো ভূষণা। আর এটুকু তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে যে, গোপালগঞ্জ জেলার কোঁটালীপাড়ায় অবস্থিত আমাদের নরিকেলবাড়ি ক্যাথলিক মিশনের কাছেই তেলিহাটি-তালিমপুর নামে একটি পুরানো স্কুল আছে। অনেকের ধারণা বর্তমান ভাঙ্গা উপজেলা হলো কোষাভাঙ্গার অপভ্রংশ। উল্লেখ্য, ভাংগা উপজেলায় আড়িয়াল খাঁ নদীর কাছাকাছি নাছিরাবাদ ইউনিয়নে "কোষাভাঙ্গা বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়" নামে একটি স্কুল আছে। বর্তমান আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে ভূষণা ও তৎসংলগ্ন এলাকার প্রাচীন ইতিহাস জানা খুব কঠিন নয়। ১৬৮২ খ্রিস্টাব্দের Analecta Augustiniana অনুয়ায়ী ভূষণায় খ্রিস্টানদের সংখ্যা ছিল ২০ জন। অথচ ঐ সময় ঢাকা ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় দোম আন্তনীয় কর্তৃক বাপ্তাইজিত খ্রিস্টানের সংখ্যা পঁচিশ/ত্রিশ হাজার বলা হয়। স্বাভাবিক প্রশ্ন কোথায় গেল সেই খ্রিস্টান ও খ্রিস্টীয় জনপদ!

কাত্রাবো : জেরম ডি' কস্তা লিখেছেন, "ঢাকা জেলার খিজিরপুরের বিপরীতে শীতলক্ষ্যা নদীর তীরে অবস্থিত। বর্তমানে এর নাম 'কাতারাবো'। এইচ. বেভারিজ এ স্থানটিকে 'কাত্রাবাব' বা 'কাটিবাড়ি' বলে নির্দেশ করেন। পর্তুগীজগণ এখানে একটি বসতি গড়ে তুলেছিলেন, যা এককালে এ অঞ্চলে প্রভাব বিস্তার করেছিল। এখানে আগষ্টিনিয়ান ফাদারগণ শ্রীপুর, লরিকুল-এর মত কাত্রাবুতেও গীর্জা নির্মাণ করেছিলেন। জে. জে. কামপোস লিখেছেন, ফাদার ফারনানদেস ১৫৯৯ খ্রিস্টাব্দে কাত্রাবোতে ছিলেন। ফাদার লিখেছেন, কাত্রাবো মূলতঃ মুসলমান প্রধান ছিল। তবে ফাদারের চেষ্টায় তারা খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করতে ইচ্ছুক ছিলেন। এখানে পর্তুগীজগণ একটি ছোট কিন্তু প্রভাবশালী কলোনী তৈরী করেছিলেন। প্রসংগত উল্লেখ্য, আমার কর্মস্থল বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউটের একটি গবেষণা সেন্টার আছে শীতলক্ষ্যা নদীর পূর্ব পাড়ে, নাম 'তারাবো পাট গবেষণা উপকেন্দ্র'। এই তারাবোই যে 'কাত্রাবো' তাতে কোন সন্দেহ নেই। অনেকবার সেখানে যাওয়া হয়েছে। নদীর পুর্ব পাড়ে বর্তমান ডেমরা, কঁচাপুর। আমি এলাকায় ঘুরে দেখেছি, সেখানে স্থানে স্থানে বেশ কিছু পুরানো ভাঙ্গা-চোড়া স্থাপনা আছে। বুঝতে কষ্ট হয় না, একসময় এটি একটি গুরুত্বপুর্ণ এলাকা ছিল। তারাবো থেকে শীতলক্ষ্যা নদী বেয়ে উজানে দিকে গেলে পড়বে মুরাপাড়া, রুপগঞ্জ, তারপর তুমিলিয়া মিশনের শীতলক্ষ্যা তীরবর্তি গ্রামগুলো, যেমন- সোমখালী, ফড়িয়াখালী, বোয়ালী, দক্ষিণ ভাদার্তী। বর্তমানে তারাবোতে জামদানী পল্লীসহ অনেক ছোট বড় শিল্প কারখানা আছে। এককালের কাত্রাবোতে/তারাবোতে বর্তমানে কোন খ্রিস্টান বাস করে বলে মনে হয় না।

ফিরিঙ্গীবাজার: মুন্সিগঞ্জ শহরের উত্তর-পূর্ব দিকে ইছামতি পাড়ে ফিরিঙ্গীবাজার। দশ বার বছর আগে আমি ডা. নেভেল ও শুলপুর মিশনের সুবোধ রোজারিও মুন্সিগঞ্জে গিয়েছিলাম সরেজমিনে পরিদর্শন করতে। যদিও ফিরিঙ্গীবাজারে কোন খ্রিস্টান বসবাস করে না, তথাপি বয়ঃজ্যেষ্ঠ অনেক লোকের মুখেই খ্রিস্টানদের সম্পর্কে কিছু ধারণা পাওয়া গেছে। মুন্সিগঞ্জ শহরের একটি দীর্ঘ রাস্তার নাম ফিরিঙ্গীবাজার রোড। ইতিহাস বলে, আরাকানীদের হাত হতে চট্টগ্রাম দখলের সময়ে পর্তুগীজরা মোগলদের সাহায্য করেছিল। এর পুরষ্কার স্বরূপ কয়েক শত পর্তুগীজ ফিরিঙ্গী (চট্রগ্রাম, সন্দীপ এলাকার) জনগোষ্ঠীকে শায়েস্তা খান ঢাকা শহর থেকে ১২ মাইল দক্ষিণে ইছামতির তীরে জায়গির দিয়ে পুনর্বাসিত করেন। এরপর এ স্থানের নাম হয় ফিরিঙ্গীবাজার। পরবর্তীতে ধলেশ্বরী নদী ভাঙ্গনের কারণে সাভারের মুশুরীখোলা-ফিরিঙ্গীকান্দার কিছু পরিবার ফিরিঙ্গীবাজারে বসতি গড়েছিল। বর্তমানে মুন্সিগঞ্জ-এর এখানে কোন কাথলিক উপাসনালয় বা প্রতিষ্ঠান নেই। প্রটেস্ট্যান্ট মণ্ডলীর কিছু কার্যক্রম আছে বলে শুনেছি। তবে মুন্সিগঞ্জ জেলায় চাকুরী সূত্রে কিছু সংখ্যক খ্রিস্টান অস্থায়ীভাবে বাস করে। দুঃখের বিষয়, এই খ্রিস্টীয় জনপদের হারিয়ে যাওয়া বা অন্যদের মাঝে মিশে যাওয়ার কোন তথ্য পাওয়া যায় না।

মেঘুলা-মালিকান্দা-সুতারপাড়া-ঝনকি-নারিশা: নিকট অতীতে খ্রিস্টান শূন্য হয়ে যাওয়া গ্রামগুলো এখন নতুন করে ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের মানুষের আলোচনায় এসেছে। বর্তমান ঢাকা জেলার দোহার উপজেলার (আগে নবাবগঞ্জ থানাধীন) গ্রামগুলো পদ্মায় বিলীন হয়ে যাওয়া শ্রীপুর, লরিকুল, ভূষণা থেকে খুব বেশী দূরে নয়। আঠারগ্রাম ডেভেলপমেন্ট সেন্টারের জরীপ কাজের মাধ্যমে ২০০১ খ্রিঃ মালিকান্দা খ্রিস্টান কবরস্থান উদ্‌ঘাটনের পর নতুন করে আলোচনায় আসে এই বিখ্যাত খ্রিস্টান জনপদের নাম। বর্তমানে আঠারগ্রামে বসবাসকারী (শুলপুরসহ) বেশিরভাগ মানুষের আদি নিবাস ছিল উল্লিখিত গ্রামগুলোতে। এছাড়া ভাওয়াল এলাকার কিছু মানুষের, বিশেষভাবে রাঙ্গামাটিয়ার বেশ কিছু পরিবারের আদি নিবাস ছিল মালিকান্দা। সুতারপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন ফাদার আবেল। আশির দশকেও দু'একটি খ্রিস্টান পরিবার এই এলাকায় বাস করতো। রাঙ্গামাটিয়ার চিত্ত ফ্রান্সিস রিবেরু ও ফাদার প্রশান্ত রিবেরুর পরিবারের কাছে রক্ষিত কিছু জমি জমার দলিল পত্র প্রমাণ করে মালিকান্দা থেকেই তারা মাইগ্রেট করেছিল।

ভাবতে অবাক লাগে, হারিয়ে যাওয়া উল্লিখিত খ্রিস্টীয় জনপদের মানুষ কখন কি কারণে ঐসব গ্রামে এসে বসতি গড়েছিল, এবং কি কারণে সেখান থেকে কখন আঠারগ্রামের বিভিন্ন গ্রামে স্থায়ী হয়েছে, সেই ইতিহাস এখনও আমরা উদ্‌ঘাটন করতে পারলাম না। অনেকে কাল্পনিকভাবে বা শুনে শুনে ইতিহাস লেখার চেষ্টা করছে। কিন্তু কোনটাই সত্যিকার অর্থে গবেষণালব্ধ নয়। এমনও লেখক আছেন যারা ঐ এলাকায় জীবনেও পদার্পণ করেন নি। ***চলবে...***

"সঞ্চয় আমাদের মূল লক্ষ্য, দারিদ্র্য দূরীকরণ আমাদের স্বপ্ন"

নাগরী খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ
NAGARI CHRISTIAN CO-OPERATIVE CREDIT UNION LTD.
(Established: 1962, Registration No. 23/84, Amended: 16/24)

সূত্র: এনসিসিসিইউএল ২০২৪/০৭/১৭২৯ তারিখ: ২০/০৭/২০২৪ খ্রিঃ

বিশেষ সাধারণ সভা ও নির্বাচন-২০২৪, সদস্য পদ বন্ধ এবং খসড়া ভোটার তালিকার নাম অন্তর্ভুক্ত সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা নাগরী খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ এর সম্মানিত সকল সদস্য-সদস্যাদের সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, ব্যবস্থাপনা পরিষদের ৪৪তম এবং ৪৫তম যুক্ত সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক আগামী ২৫ অক্টোবর, ২০২৪ খ্রিঃ, রোজ শুক্রবার, সময়ঃ সকাল ৮:৩০ ঘটিকা হতে বিরতিহীন ভাবে বিকাল ৪:০০ ঘটিকা পর্যন্ত, স্থানঃ নাগরী সেন্ট নিকোলাস স্কুল এন্ড কলেজ প্রাঙ্গণ-এ অত্র সমিতির "বিশেষ সাধারণ সভা ও নির্বাচন" অনুষ্ঠিত হবে।

ভোট প্রদান সংক্রান্ত : "বিশেষ সাধারণ সভা ও নির্বাচন-২০২৪"-এ অত্র ক্রেডিট ইউনিয়নের সম্মানিত সদস্য-সদস্যাদের ছবিযুক্ত নিজ নিজ পাশবহি অথবা সমিতির পরিচয় পত্রসহ যথাসময়ে উপস্থিত থেকে ভোট প্রদানের জন্য বিনীত ভাবে অনুরোধ জানানো যাচ্ছে।
সদস্য পদ বন্ধ সংক্রান্ত : ব্যবস্থাপনা পরিষদের সিদ্ধান্ত মোতাবেক "বিশেষ সাধারণ সভা ও নির্বাচন-২০২৪" উপলক্ষে আগামী ২২/০৮/২০২৪ খ্রিস্টাব্দ তারিখ পর্যন্ত নতুন সদস্যপদ প্রদান করা হবে। সেই সাথে পরবর্তী সিদ্ধান্ত না নেয়া পর্যন্ত নতুন সদস্যপদ প্রদান বন্ধ থাকবে।

নির্বাচন-২০২৪ খসড়া ভোটার তালিকায় বিবেচিত হবেন যারা :

১। ১লা আগস্ট হতে ২২শে আগস্ট ২০২৪ খ্রিঃ তারিখের মধ্যে পূর্ণ কিস্তি প্রদানকারীদের নাম খসড়া ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হবে।
২। উল্লেখিত সময়ে নিজস্ব শেয়ার হিসাবে সর্বনিম্ন ৩০টাকা জমা প্রদান এবং অনিয়মিত জমা প্রদানকারীদের ক্ষেত্রে বকেয়া জরিমানা প্রদান সাপেক্ষে খসড়া ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হবে।
৩। টি.এ. সুবিধা গ্রহণ করলে খসড়া ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হবে।
৪। বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত রি-সিডিউল করার পর অগ্রিম কিস্তি প্রদানকারী সদস্যদের নাম খসড়া ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হবে।
৫। ফ্রিজিং করে নিয়মিত হলেও তাদের ঋণে বকেয়া সুদ ও জরিমানা পরিশোধ না করা পর্যন্ত সদস্যদের নাম খসড়া ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হবে না।

পরবর্তীতে চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্তসংক্রান্ত :

১। পরবর্তীতে নিয়মিত কিস্তি প্রদানকারীদের নাম চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হবে। চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্তির জন্য কিস্তি প্রদানের শেষ তারিখ ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ। এখানে উল্লেখ্য সেপ্টেম্বর-২০২৪ মাসকে ভিত্তি করে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা তৈরী করা হবে।
২। যে সকল সদস্যগণ বোর্ডের অনুমোদনক্রমে ঋণের কিস্তি কমিয়ে নিয়েছেন তাদের নাম চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হবে।
৩। সদস্যগণ যদি ফ্রিজিংকৃত সুদ ও জরিমানা পরিশোধ করেন তবে চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্ত হবে।
৪। অফিস কর্তৃক অনিচ্ছাকৃত ভুলের কারণে বাদ পড়ে থাকলে তা অন্তর্ভুক্ত হবে।

উপরোক্ত কার্যক্রমে সংশ্লিষ্ট সকলের সক্রিয় সহযোগিতা একান্তভাবে কাম্য। আরো উল্লেখ্য যে, নির্বাচন সংক্রান্ত তথ্য সমিতির অফিস হতে জানা যাবে।

সমবায়ী শুভেচ্ছান্তে,

ফিলিপ গমেজ
চেয়ারম্যান-ব্যবস্থাপনা পরিষদ

টুটুল পিটার রড্রিক্স
সেক্রেটারী-ব্যবস্থাপনা পরিষদ

নাগরী খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

সদয় অবগতির জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো:
১. মি./মিসেস ...., সদস্য নং.............., নাগরী খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ।
২. ব্যবস্থাপনা পরিষদ, নাগরী খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ, সাইট ভিনসেন্ট ভবন, নাগরী, কালীগঞ্জ, গাজীপুর।
৩. জেলা সমবায় কর্মকর্তা, গাজীপুর।
৪. উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা, কালীগঞ্জ, গাজীপুর।

বিজ্ঞ/১৭০/২৪

বিপদের বন্ধুই প্রকৃত বন্ধু

সিস্টার মেরী জুরিকা এসএমআরএ

দু'জন ব্যক্তির মধ্যে এক আন্তরিক সম্পর্ককে বন্ধুত্ব বলে। বন্ধু হলো আমাদের ব্যক্তিগত সঙ্গী যাদের সাথে আমরা মতামত, ধারণা এবং ব্যক্তিগত তথ্যাদি বিনিময় করি। একজন প্রকৃত বন্ধু সম্পদের চেয়ে ভাল। কিন্তু একজন ভাল ও প্রকৃত বন্ধু পাওয়া খুব কঠিন। আমরা অনেক বন্ধু পেয়েই থাকি কিন্তু তাদের খুব কম সংখ্যাকে আমরা ভাল বন্ধু বলতে পারি, যে সুখে–দুঃখে আমাদের পাশে দাঁড়ায়। একই রকম উপলব্ধি বা অনুভূতি ও ভাবধারার ভিত্তিতে বন্ধুত্ব গঠন করা উচিৎ। একে অন্যের জন্য আন্তরিক ভালোবাসা ও সম্মানের নিরিখে গঠন হওয়া উচিত। একজন ভাল বন্ধু আমাদের সুখী করে। একজন সত্যিকার বন্ধু যেন স্রস্টার আশীর্বাদ। সত্যিকার বন্ধু বসন্তের কোকিল নয় যে কিনা শীতে বের হয়না। প্রকৃত বন্ধু বিপদের সময় আমাদের ফেলে চলে যায় না।

জেকি, জেরিন ও জিতু তারা তিন বন্ধু। তারা তিনজনে খুব ভাল বন্ধু, একজনকে ছেড়ে কেউ কোথাও যায়না এমনকি ঘুরতেও যায় না। যেখানেই যায় না কেন তিনজন একসাথে যায়। তিনজন মিলে খুব আনন্দ ও মজা করে। এভাবে তারা স্কুলে যায়, এক সাথে বসে টিফিন খায়। একদিন স্কুল থেকে ফিরছিল–তিনজন খুব আনন্দ করতে করতে ব্রিজ পার হচ্ছিল। হঠাৎ করে জেরিন মাথা ঘুরে ব্রিজ থেকে পানিতে পড়ে গেল। জেরিনের পড়ে যাওয়া জেকির নজরে পরল কিন্তু না দেখার ভান করে চুপ করে পিছন দিকে ঘুরে পালালো। এদিকে জিতুর হঠাৎ খেয়াল হল দুই বন্ধু পাশে নেই। পিছনে ঘুরে তাকাতে চোখে পড়ল জেরিন পানি থেকে উঠার চেষ্টা করছে, অথচ পেরে উঠছে না। জিতু এক লাফে নেমে জেরিনকে উঠাল। যদিও পানি বেশী ছিলনা কিন্তু সাঁতার জানতো না তাই অনেক পানি খেয়ে ফেলেছে, আর তাই অজ্ঞান হয়ে গেল। জেরিনের এই অবস্থা দেখে জিতুর খুব ভয় হচ্ছিল তবুও জিতু জেরিনকে টেনে উঠাল। তারপর প্রাথমিক চিকিৎসা দিল।

ইতিমধ্যে জেরিনের আত্মীয় স্বজন ও চলে আসলো। যা যা করণীয় জিতু সবই করেছে। অবশেষে জেরিনকে হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করে দিল। হাসপাতালে শুয়ে শুয়ে জেরিন স্বপ্ন দেখছে যে সে পাহাড় থেকে পড়ে যাচ্ছে। ভয়ে চিৎকার করে উঠলো। চিৎকার শুনে জিতু ও জেরিনের বাবা-মা ছুটে গেল। ভয়ে জেরিন ফুপিয়ে ফুপিয়ে কাঁদতে লাগল। জেরিনের হাত ধরে জিতু বলল, জেরিন কি হয়েছে তোমার? ভয় পেওনা আমি আছি, তোমার কিছু হবেনা, সব ঠিক হয়ে যাবে।

গল্পটি থেকে আমরা বুঝতে পারি যে কে প্রকৃত বন্ধু? প্রিয় বন্ধুরা প্রকৃত বন্ধু তারাই যারা বিপদের সময় আমাদের সাহায্য করে ও সান্তনা দেয়।

সেন্ট যোসেফস্ স্কুল গনেশতলা, দিনাজপুর।

কষ্টভোগী সেবক: সাধু যোহন ভিয়ান্নে

যিশু বাউলের কবিতা

নিভৃত পল্লী, ফ্রান্সের আর্স নগরী
২৩০ জনের কাথলিক ধর্মপল্লী
নিয়ম-নীতি বহির্ভূত খ্রিস্টজনসমাজ
অনেকটা পরিত্যক্ত যাজকবিহীন ধর্মপল্লী
ধূলি-ধূসর আবাসকক্ষ তথা গীর্জা চত্বর।
বহুদিন পর এক যুব যাজকের আগমন
পরিত্যক্ত ধর্মপল্লীতে জেগে উঠার আহ্বান
যোহন মেরী ভিয়ান্নে শুনান
যিশুর প্রেম সমাচার
কষ্টের তিক্ততায় জীবন যাপন;
পরিমিত আহার
যিশু নামের মহিমায়
কষ্টভোগী যাজকের যাত্রা সমাহার।
ধ্যান-জ্ঞান, সাধন-ভজন
আর মন পরিবর্তনের প্রার্থনায়
নিজেকে সঁপে দেন স্রষ্টার নিবিড় বন্দনায়
ত্যাগ-কষ্ট ও কৃচ্ছ্রতার শত মঞ্জুরীতে
জীবন বিকিয়ে দেন;
খ্রিস্টভক্তদের সেবার লক্ষ্যে
ধর্মোপদেশ, পরিবার পরিদর্শনে সখ্যতা ও বন্ধুত্ব জনমনে।
দীন হতে দীনতম, বেশভূষা খাদ্যাভাসে
শুধু দুটি আলু দু'বেলা
এতেই বেঁচে থাকার শক্তি নব উদ্দীপনা,
যিশুতে পরম ভক্তি
জনতার সাথে একাত্ব হয়ে বিলিন করেন
'মেলা-খেলাধূলা'
আরো কতশত মন্দতা হারজিতের জুয়াখেলা
কষ্টত্যাগের মহিমাতে পরিবর্তনের
বীজ রোপিত হয় সবার অন্তরে।
কঠোর ত্যাগ-কৃচ্ছ্রতা ও প্রার্থনার গুণে
সাধু যোহন ভিয়ান্নে পাপস্বীকার শ্রোতা
ঘুম-বিশ্রাম ত্যাগে দিবসের ১৮ ঘন্টা জেগে
আত্মিক নিরাময় দান করে
ব্যক্তিগত পাপস্বীকার শ্রবণে
তিনিই পালক,
তিনিই 'ধর্মপ্রদেশীয় যাজকদের প্রতিপালক'
তাঁরি কৃপা অনুগ্রহ আশীর্বাদে
ধন্য আমাদের জীবন।

বিশ্ব মণ্ডলীর সংবাদ

ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু

প্রায়ই উপেক্ষিত ও অবমূল্যায়িত নারীদের কথা শুনুন

- পোপ ফ্রান্সিস

তিনজন নারী ঐশতত্ত্ববিদ ও দু'জন কার্ডিনালের লিখিত 'সিনোডাল মণ্ডলীতে নারী এবং সেবাকর্মীরা' (Women and Ministries in the Synodal Church) বইটির ভূমিকা লিখেছেন পোপ মহোদয়। যেখানে মাণ্ডলীকভাবে সংবেদনশীল বিষয়; যথা- নারী, অভিষিক্ত সেবাকর্মী, সিনোডালিটি, অপব্যবহার প্রভৃতি উল্লেখ করেছেন পোপ মহোদয়। তিনজন নারী ঐশতত্ত্ববিদেরা হলেন- সালেসিয়ান সিস্টার লিণ্ডা পচের, রোমের আওজিলিউম বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্রিস্ট ও মারীয়াতত্ত্বের অধ্যাপক; চার্চ অব ইংলাণ্ডের একজন বিশপ জো বি ওয়েলস এবং জোলিভা দি বেরারদিনো, উপাসনাবিদ, শিক্ষক, আধ্যাত্মিক কোর্স ও নির্জনধ্যান পরিচালক। তাদের সাথে সহ-লেখক হিসেবে আছেন কার্ডিনাল জেএন-ক্লাউদে ওল্লেরিচ, লুক্সেমবার্গের আর্চবিশপ এবং কার্ডিনাল স্যীন প্যাট্রিক ও'মেল্লে, শিশু সুরক্ষা বিষয়ক পোপীয় কমিশনের প্রেসিডেন্ট। এ বইটি প্রকৃতপক্ষে লেখকদের মধ্যে একটি সংলাপের ফসল। মাণ্ডলীক সেবাকর্মসমূহ আলোচনা যেমনি গুরুত্বপূর্ণ তেমনি সংবেদনশীল। পোপ মহোদয় ক্ষমতার অপব্যবহার বলতে গিয়ে জোর দিয়েই যাজকতন্ত্রবাদ (ক্লারিকালিজম) মোকাবেলা করতে বলেছেন। যা শুধুমাত্র অভিষিক্ত যাজকশ্রেণিকেই প্রভাবিত করে না। বরং মণ্ডলীর মধ্যে ক্ষমতার অপব্যবহারের বড় একটি সমস্যাকে চিহ্নিত করে যা সরলপ্রাণ নারী-পুরুষ সকলকেই প্রভাবিত করে। নারীদের সুখ-দুঃখের কথা শোনা নিশ্চয় আমাদেরকে একটি বাস্তবতায় উন্মুক্ত করবে। কোন বিচার বা পূর্বধারণা না রেখে তাদের কথা শুনলে, আমরা উপলব্ধি করতে পারবো, পৃথিবীর বিভিন্নস্থানে ও অবস্থায় তারা তাদের জীবন ও কাজের স্বীকৃতির অভাবে যন্ত্রণায় কষ্ট পাচ্ছে; সুযোগ পেলে অনেক ভালো কিছু তারা করতে পারতেন। ঈশ্বর ও স্বর্গরাজ্যের সেবায় যারা সদা প্রস্তুত তারই বেশি কষ্ট পাচ্ছেন।

প্যারিস অলিম্পিক অনুষ্ঠানে 'খ্রিস্টান ধর্মকে উপহাস করার দৃশ্য' প্রদর্শনের নিন্দা জানিয়েছেন ফ্রান্স কাথলিক বিশপ সম্মিলনী

ফ্রান্সের কাথলিক বিশপ সম্মিলনী প্যারিস অলিম্পিকের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পরের দিন একটি বিবৃতিতে অলিম্পিকের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের সৌন্দর্য, আনন্দ ও সমৃদ্ধ আবেগের বিস্ময়কর মুহূর্তগুলোর প্রশংসা করেন। তবে কিছু উস্কানিমূলক দৃশ্যের প্রকাশ যা বিশ্বব্যাপী খ্রিস্টানদের কষ্ট ও আঘাত দিয়েছে সে ব্যাপারে তাদের চিন্তাভাবনা তুলে ধরেন।

গত শুক্রবার রাতে সেন্ট্রাল প্যারিসে অনুষ্ঠিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানটি ড্র্যাগ কুইন, সমকামী এবং ট্রান্সসেক্সুয়ালদের একটি টেবিলে পোজ দেওয়ার মাধ্যমে শেষ হয়েছিল। লিওনার্দো দা ভিঞ্চির 'দ্য লাস্ট সাপার'-এ যিশু খ্রিস্ট এবং তার অনুসারীদের দেখা গেছে। ওই ছবির আদলে অলিম্পিক আয়োজনে খ্রিস্টান ধর্মকে অবমাননা করা হয়েছে বলে বিশপ সম্মিলনী অভিযোগ করেন। বিশপ সম্মিলনী থেকে দেওয়া এক বিবৃতিতে বলা হয়, দুর্ভাগ্যবশত এই অনুষ্ঠানে খ্রিস্টধর্মকে উপহাস করা হয় এমন দৃশ্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, এতে আমরা গভীরভাবে অনুতপ্ত।

এদিকে সারা বিশ্বের খ্রিস্টান এবং রক্ষণশীলরা এই অনুষ্ঠানের নিন্দা করেছেন। স্পেসএক্স এবং টেসলার সিইও ইলন মাস্ক এই দৃশ্যটিকে 'খ্রিস্টানদের জন্য অত্যন্ত অসম্মানজনক' বলে বর্ণনা করেছেন। প্রযুক্তি উদ্যোক্তা ডক্টর এলি ডেভিড বলেন, এমনকি একজন ইহুদি হিসাবে 'যিশু এবং খ্রিস্টান ধর্মের এই জঘন্য অপমানে আমি ক্ষুব্ধ।'

একইভাবে মিনেসোটার বিশপ রবার্ট ব্যারন এই পারফরম্যান্সকে 'লাস্ট সাপারের চরম উপহাস' বলে অভিহিত করেন। ইতালীয় উপ-প্রধানমন্ত্রী মাত্তেও সালভিনি বলেন, বিশ্বজুড়ে কোটি কোটি খ্রিস্টানকে অপমান করে অলিম্পিকের উদ্বোধন ফ্রান্সের জন্য সত্যিই একটি খারাপ শুরু।

ফ্রান্স কাথলিক বিশপ সম্মিলনী বলেন, অন্যান্য ধর্মীয় সম্প্রদায়ের সদস্যদের ধন্যবাদ জানাই যারা আমাদের সাথে তাদের সংহতি প্রকাশ করেছেন। আমরা সকল মহাদেশের সকল খ্রিস্টানদের কথা মনে করি যারা কিছু দৃশ্যের অতিরঞ্জন এবং উস্কানিতে আহত হয়েছেন।

প্যারিস অলিম্পিক অনুষ্ঠানের শৈল্পিক পরিচালক টমাস জলি বলেন, আমাদের ধারণা ছিল অন্তর্ভুক্তিকরণ। আমরা বৈচিত্র নিয়ে কথা বলতে চেয়েছিলাম। বৈচিত্র মানে একসাথে থাকা। আমরা সবাইকে অন্তর্ভুক্ত করতে চেয়েছিলাম। সিইএফ-এর সাধারণ সম্পাদক ফাদার হুগেস ডি উইলেমন্ট সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এক্স এ 'প্রদর্শিত অন্তর্ভূক্তি ও নির্দিষ্ট বিশ্বাসীদের সত্যিকারভাবে বর্জন' বিষয়টির উপর জোর দিয়ে বলেন, ভ্রাতৃত্ব এবং ভগিনীত্ব প্রচারের জন্য বিবেককে আঘাত করা অপ্রয়োজনীয়।

সকল দাদা-দাদী, নানা-নানীদের জন্য করতালি দাও

- পোপ ফ্রান্সিস

২৮ জুলাই ২০২৪ খ্রিস্টাব্দে মণ্ডলী বিশ্ব দাদা-দাদী, নানা-নানী এবং প্রবীণ দিবস পালন করছে। পোপ ফ্রান্সিস ২০২১ খ্রিস্টাব্দে এ দিবসটি প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁর হৃদয়ে প্রবীণদের প্রতি দরদবোধ থেকেই তিনি তা করেন। গত রবিবারের দূত সংবাদ প্রার্থনার পর ভাতিকানের সাধু পিতরের চত্বরে সমবেত ভক্তদের স্মরণ করিয়ে দেন ২০২৪ খ্রিস্টাব্দে বিশ্ব দাদা-দাদী, নানা-নানী ও প্রবীণ দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয় হলো : বৃদ্ধ বয়সে আমাকে দূরে ঠেলে দিয়ো না (সাম ৭১:৯)। দিবসটিতে পুণ্যপিতা বলেন, বয়স্কদের পরিত্যাগ করতে আমরা অভ্যস্ত হতে পারি না। বিশেষভাবে গ্রীষ্মের দিনগুলোতে অনেক প্রবীণের জন্যই একাকিত্ব বহন করা দুর্বহ বোঝাতে পরিণত হবার ঝুঁকি থাকে। প্রবীণ দিবসটি আমাদেরকে আহ্বান করে 'আমাদের পরিত্যাগ করো না' প্রবীণদের এই কণ্ঠস্বর শুনে তাদেরকে প্রতিউত্তর দিতে 'আমি তোমাদেরকে পরিত্যাগ করবো না'। এ কথা মনে করিয়ে দিয়ে পোপ মহোদয় সকলকে আহ্বান করেন দাদা-দীদা-নানা-নানীদের সাথে নাতি-নাতনিদের এবং প্রবীণদের সাথে নবীনদের মৈত্রী আনয়ন করতে কাজ করতে। এসো আমরা প্রবীণদের 'একাকিত্বকে' না বলি। দাদা-দাদি-নানা-নানিরা এবং নাতি-নাতিনরা কিভাবে একসাথে থাকতে শেখে তার উপরই আমাদের ভবিষ্যত অনেকটা নির্ভর করে। প্রবীণদের আমরা যেন কোনভাবেই ভূলে না যাই। আর এসো, সকল দাদু-দিদা-নানা-নানিদের জন্য জোরে করতালি দেই।

- তথ্যসূত্র : *news.va*

ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশীয় সেমিনারীয়ানদের মিলন মেলা

তন্ময় যোসেফ কস্তা: গত ১১-১৩ জুলাই, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ ক্ষুদ্রপুষ্প সেমিনারী, বান্দুরাতে অনুষ্ঠিত হলো ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের সেমিনারীয়ানদের বার্ষিক মিলন-মেলা। এই বছর উক্ত মিলন-মেলার মূলভাব ছিল: "প্রার্থনা: ভ্রাতৃত্ব ও সহভাগিতায় যাজকীয় গঠন পথে যাত্রা"। ১১ জুলাই সন্ধ্যায় রোজারীমালা প্রার্থনার মধ্য দিয়ে উক্ত মিলন-মেলা শুরু হয়। ১২ জুলাই সকালে মূলভাবের উপর সহভাগিতা করেন ফাদার স্ট্যানলী কস্তা। তিনি বলেন, প্রার্থনা হল আমাদের জীবনের প্রধান হাতিয়ার; আর এর মধ্য দিয়ে আমরা নিজেদের জীবনকে আরো সুন্দরভাবে গঠন করতে পারবো। তিনি আরো বলেন, আমরা যেন প্রার্থনায় আরো বিশ্বস্ত থাকি এবং নিজেদেরকে সুন্দরভাবে গড়ে তুলি। এরপর সহভাগিতা করেন ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের আর্চবিশপ বিজয় এনডিক্রুজ ওএমআই। সহভাগিতায় তিনি বলেন, আমাদের জীবনে প্রার্থনা ও ভ্রাতৃত্ব অঙ্গাঅঙ্গিভাবে জড়িত। প্রার্থনার মধ্য দিয়ে আমরা নিজেকে সম্পূর্ণভাবে ঈশ্বরের কাছে সমর্পণ করি। একইসাথে আমরা যেন সুন্দর মনের মানুষ হই এবং পরিপক্ক ভাবে গড়ে উঠি। বিকাল ৪ ঘটিকায় পবিত্র খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন ফাদার পঙ্কজ প্লাসিড রড্রিকস্, পাল-পুরোহিত তুইতাল ধর্মপল্লী। পবিত্র খ্রিস্টযাগের সহভাগিতায় ফাদার বলেন, সেমিনারীয়ানগণ হল ভবিষ্যত মণ্ডলীর কর্ণধার। তিনি সবাইকে পরিচালকমণ্ডলীর প্রতি বাধ্য ও বিশ্বস্ত থাকতে আহ্বান জানান। খ্রিস্টযাগের পরে সকল ফাদারগণকে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানানো হয়। এরপর রাতের আহারের পর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে উক্ত মিলন-মেলার সমাপ্তি হয়। মিলন-মেলায় ৮০ জন সেমিনারীয়ান ১জন ডিকন এবং ৮ জন ফাদার উপস্থিত ছিলেন।

কাক্‌কো ও এর সদস্য সমিতির সহায়তায় সিলেটে বন্যার্তদের সহায়তা কার্যক্রম

শরৎ আলফন্স রড্রিক্স : ২০২৪ খ্রিস্টাব্দের বন্যায় বৃহত্তর সিলেট বিভাগে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। এই বন্যা পরবর্তী পরিস্থিতি মোকাবেলায় দি সেন্ট্রাল এসোসিয়েশন অব খ্রিস্টান কো-অপারেটিভস্ (কাক্‌কো) লিঃ কর্তৃক বন্যার্তদের সহায়তা কর্মসূচী-২০২৪ আয়োজন করা হয়। কর্মসূচীর আওতায় সিলেট বিভাগ (মহিষ খলা, মুগাইপাড়, খাদিম, জাফলং, সুনামগঞ্জ ও সিলেট জেলা)-এর মধ্যে পর্যায়ক্রমে মোট ২৬০ টি পরিবারে খাদ্য সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। কাক্‌কো'র পাশাপাশি এর সদস্য সমিতিসমূহ যথাক্রমে- মঠবাড়ী ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি লিঃ, নাগরী খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ, মহাখালী খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ, দি খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ, ঢাকা এবং মঙ্গলদীপ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ -এই কর্মসূচী বাস্তবায়নে আর্থিক সহায়তা প্রদান করেছে।

২৭-২৯ জুলাই, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ তারিখে ১ম ধাপে সিলেট বিভাগের মহিষখলাতে ৩৫টি, মুগাইপাড়-এ ৪০টি, খাদিম-এ ৩৯টি ও জাফলং-এ ৪২টি এলাকার মধ্যে মোট ১৫৬টি পরিবারের মধ্যে খ্যাদ্য সহায়তা বিতরণ করা হয়েছে।

প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথিবর্গ সকলেই কাক্‌কো'র এই মহতী উদ্যোগের জন্য নেতৃবৃন্দকে ধন্যবাদ জানান। একই সাথে আর্থিক সহায়তা প্রদানকারীর নেতৃবৃন্দকেও কাক্‌কো'র মাধ্যমে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান।

মারীয়ামপুর ধর্মপল্লীতে শিশুমঙ্গল দিবস উদযাপন

সিস্টার মারীয়াঞ্জেলা কস্তা এসসি: গত ১২ জুলাই ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ, শুক্রবার মারীয়ামপুর ধর্মপল্লীতে শিশুমঙ্গল দিবস উদযাপন করা হয়। এদিন সকাল ৯ টায় বিভিন্ন গ্রাম থেকে শিশুরা তাদের অভিভাবক ও এনিমেটরসহ মারীয়ামপুর ধর্মপল্লীতে উপস্থিত হয়। ৪ জন ফাদার, ৭ জন সিস্টার, ২০ জন এনিমেটর এবং শিশুদের সংখ্যা ছিল মোট ৩৫৫ জন।

দিনের কার্যক্রমের শুরুতেই ছিল শিশুদের নিয়ে র‍্যালী । র‍্যালীতে শিশুমঙ্গলের বিভিন্ন

শ্লোগান দিয়ে মিশন প্রাঙ্গণ থেকে মিশনের বাইরের কিছু রাস্তা প্রদক্ষিণ করে শেষ হয়। র‍্যালী শেষে পবিত্র খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন দিনাজপুর পিএমএস পরিচালক ফাদার জসীম ফিলিপ মূর্মূ এবং তাকে সহযোগিতা করেন পাল-পুরোহিত ফাদার সিলাশ মূর্মূ। ফাদার জসীম তার উপদেশে শিশুদের উদ্দেশ্যে বলেন, স্নেহের ছেলেমেয়ে তোমরা সবাই ভালোমত পড়াশোনা করবে তোমাদের বুদ্ধি-বৃদ্ধির জন্য। যদি তোমরা তা না কর তবে অন্যেরা তোমাদেরকে তাদের ইচ্ছামত যে কোন কাজে ব্যবহার করবে। অভিভাবকদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, আপনারা আপনাদের সন্তানদের সঠিক গঠন দান করবেন। আপনারা তাদেরকে আদর এবং শাসন উভয় করবেন। পবিত্র খ্রিস্টযাগ শেষে শিশুদের টিফিন দেওয়া হয় এবং টিফিন শেষে নাচ- গান , বাইবেল কুইজ ও শিশু এনিমেটর এবং পিতা-মাতাদের খেলাধুলা করানো হয়।

ফাদার শিলাস মুর্মু এবং ফাদার জসীম ফিলিপ মুর্মু বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন। দুপুরের আহারের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানটির সমাপ্তি ঘটে।

কোটা সংস্কার আন্দোলনে নিহতদের আত্মার কল্যাণে বিশেষ প্রার্থনা

স্বপন রোজারিও : ২৮ জুলাই, রবিবাসরীয় খ্রিস্টযাগে দেশের বিভিন্ন গির্জায় কোটা সংস্কার আন্দোলন চলাকালে নিহতদের আত্মার শান্তি কামনায় ও পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়ে বিশেষ খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ এবং বিশেষ প্রার্থনা করা হয়।

খ্রীষ্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট এর সচিব ও বাংলাদেশ খ্রীষ্টান এসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট নির্মল রোজারিও স্বাক্ষরিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে ২৭ জুলাই, দেশের প্রতিটি গির্জায় এই প্রার্থনার আহ্বান জানানো হয়।

৮ জুলাই, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ব্যানারে সরকারি চাকুরিতে প্রবেশের ক্ষেত্রে কোটা পদ্ধতি সংস্কারের জন্য আন্দোলন শুরু করে এবং ধীরে ধীরে সেই আন্দোলন দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছড়িয়ে পড়ে।

২৭ জুলাই, দৈনিক প্রথম আলো'র প্রকাশিত রিপোর্ট অনুযায়ী মৃতের সংখ্যা ছিল ২০৯ জন যাদের অধিকাংশই কোটা সংস্কার আন্দোলনের সাথে জড়িত শিক্ষার্থী। এছাড়াও প্রতিবেদনে বলা হয় ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে শত শত শিক্ষার্থী।

নিহতদের আত্মার কল্যাণে প্রার্থনানুষ্ঠানের পরে তাৎক্ষনিক প্রতিক্রিয়ায় নির্মল রোজারিও বলেন, যারা মৃত্যুবরণ করেছে তাদের আত্মার চিরশান্তি কামনা করছি এবং পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করছি। একই সাথে আমরা আহতদের দ্রুত আরোগ্যলাভের জন্য প্রার্থনা করি। "শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের মধ্যে তৃতীয় পক্ষ প্রবেশ করে এই নাশকতা এবং হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে, আমরা এর তীব্র নিন্দা করি। একই সাথে প্রতিটি মৃত্যু ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত দাবি করছি।"

প্রবাসের সংবাদ

বিশপ সুব্রত বনিফাস গমেজ ও সিস্টার শিখা গমেজ'কে মেরিল্যান্ডে সংবর্ধনা

সুবীর কাম্মীর পেরেরা: গত ২৮ জুলাই ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের নতুন সহকারী বিশপ সুব্রত বনিফাস গমেজ'কে আমেরিকার মেরিল্যান্ডে প্রবাসীদের পক্ষ থেকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। সেন্ট ক্যামিলাস বাংলা চার্চ কমিটি, বাংলাদেশ খ্রিষ্টান এসোসিয়েশন, ইনক, মেরিল্যান্ড, বাঙালি-আমেরিকান খ্রিষ্টান এসোসিয়েশন ও ইছামতি সংগঠনের পক্ষ থেকে এই সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। একই সাথে হলিক্রস কলেজের অধ্যক্ষা সিস্টার শিখা গমেজ সিএসসি, ফাদার শীতল হিউবার্ট রোজারিও সিএসসি ও আমেরিকা কাথলিক ইউনিভার্সিটিতে অধ্যয়নরত ফাদার তিয়াস গমেজ সিএসসিকেও ফুলেল শুভেচ্ছা জানানো হয়।

ইতোপূর্বে বিশপ সুব্রত বনিফাস গমেজ একজন যাজক হিসেবে বেশ কয়েকবার পালকীয় সফর করলেও এই প্রথমবার বিশপ পদে অধিষ্ঠিত হয়ে আমেরিকা সফর করেন। রবিবার সেন্ট ক্যামিলাস কাথলিক চার্চে সন্ধ্যা সাড়ে ছয় ঘটিকায় বিশপ সুব্রত বনিফাস গমেজ খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন। খ্রিস্টযাগে তাকে সহায়তা করেন ফাদার শীতল হিউবার্ট রোজারিও সিএসসি ও ফাদার তিয়াস গমেজ সিএসসি। খ্রিস্টযাগে স্থানীয় খ্রিস্টান প্রবাসীগণ অংশগ্রহণ করেন।

পবিত্র খ্রিস্টযাগের পরে রক্কো আর নিক্স এলিমেন্টারি স্কুল অডিটোরিয়ামে বিশপ, ফাদার ও সিস্টারকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করা হয়। শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ খ্রিষ্টান এসোসিয়েশন, ইনক, মেরিল্যান্ড এর সভাপতি শ্যামল ডি'কস্তা, বাঙালি-আমেরিকান খ্রিষ্টান এসোসিয়েশন এর প্রেসিডেন্ট ডমিনিক রেগো ও ইছামতি সংগঠনের প্রেসিডেন্ট খ্রীষ্টফার তাপস গোমেজ। বিশপ সুব্রত বনিফাস গমেজ ধন্যবাদ বক্তব্যে স্থানীয় বাঙালিদের আপ্যায়ন এবং বাংলা চর্চাকে ধরে রাখার জন্য উপস্থিত সবাইকে সাধুবাদ জানান। হলিক্রস কলেজের অধ্যক্ষ সিস্টার শিক্ষা গমেজ সিএসসি বলেন, আমি আনন্দিত এমন সুন্দর আয়োজন ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ করারর জন্য।

উত্তরবঙ্গ খ্রীষ্টান বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ

(রেজিষ্ট্রেশন নং- ৬৬/০৩)
চার্চ কমিউনিটি সেন্টার (৩য় তলা), ৯ তেজকুনীপাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫
মোবাইল নং- ০১৭১৭১৫৩১২৩, ০১৬৩১৮৪৪৮৭৪ (নগদ)
E-mail: ucbss_ltd@yahoo.com, ucbssltd@gmail.com

সূত্র নং: উখ্রীবসসলিঃ ঃ (২৮তম এজিএম ও নির্বাচন) ২০২৪-২৫/০৪.২ — ২৮ জুলাই, ২০২৪ খ্রিঃ

২৮তম বার্ষিক সাধারণ সভা ও নির্বাচন'২৪ সংক্রান্ত নোটিশ

(১ জুলাই, ২০২৩ খ্রিঃ হতে ৩০ জুন, ২০২৪ খ্রিঃ)

সম্মানিত সদস্যবৃন্দ,

এতদ্বারা 'উত্তরবঙ্গ খ্রীষ্টান বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ' এর সম্মানিত সকল সদস্য-সদস্যাগণের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, ২৭ জুলাই, ২০২৪ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত সমিতির ব্যবস্থাপনা পরিষদ, ঋণদান ও পর্যবেক্ষণ কমিটির মাসিক যৌথ সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক আগামী ৪ অক্টোবর, ২০২৪ খ্রিঃ, শুক্রবার, সকাল ৯টা হতে দুপুর ২টা পর্যন্ত সমিতির ২৮তম বার্ষিক সাধারণ সভা এবং দুপুর ২টা হতে বিকাল ৫টা পর্যন্ত সমিতির নির্বাচন-২০২৪ অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। স্থান : তেজগাঁও চার্চ কমিউনিটি সেন্টার, ৯ তেজকুনীপাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫।

উক্ত নির্বাচনে সমিতির সকল সদস্যগণের প্রত্যক্ষ ভোটে সমিতির ব্যবস্থাপনা পরিষদের ১ (এক) জন চেয়ারম্যান, ১ (এক) জন ভাইস- চেয়ারম্যান, ১ (এক) জন সেক্রেটারি, ১ (এক) জন ম্যানেজার, ১ (এক) জন ট্রেজারার ও ৭ (সাত) জন ব্যবস্থাপনা পরিষদ সদস্য নির্বাচিত হবেন। এছাড়াও সমিতির ঋণদান ও পর্যবেক্ষণ কমিটির ৩ (তিন) জন করে সদস্য সমিতির সকল সদস্যগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হবেন।

উক্ত বার্ষিক সাধারণ সভা ও নির্বাচনে সমিতির সকল সদস্যগণকে যথাসময়ে উপস্থিত থেকে সাধারণ সভায় অংশগ্রহণ ও নির্বাচনে ভোট দেয়ার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ জানানো যাচ্ছে।

আলোচ্যসূচী ঃ

১. উপস্থিতি গণনা, আসন গ্রহণ ও কোরাম ঘোষণা, জাতীয় ও সমবায় পতাকা উত্তোলন ও প্রার্থনা।
২. মৃত সদস্যদের আত্মার কল্যাণার্থে প্রার্থনা ও নিরবতা পালন।
৩. চেয়ারম্যানের স্বাগত বক্তব্য।
৪. ২৭তম বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণী উপস্থাপন, পর্যালোচনা ও অনুমোদন।
৫. ব্যবস্থাপনা কমিটির প্রতিবেদন উপস্থাপন, পর্যালোচনা ও অনুমোদন।
৬. আর্থিক প্রতিবেদন : প্রাপ্তি-প্রদান, লাভ-ক্ষতি ও লাভ-ক্ষতি আবন্টন হিসাব এবং উদ্বৃত্তপত্র উপস্থাপন, পর্যালোচনা ও অনুমোদন।
৭. অডিট সার্টিফিকেট উপস্থাপন।
৮. প্রস্তাবিত বাজেট উপস্থাপন, পর্যালোচনা ও অনুমোদন।
৯. ঋণদান কমিটির প্রতিবেদন উপস্থাপন, পর্যালোচনা ও অনুমোদন।
১০. পর্যবেক্ষণ কমিটির প্রতিবেদন উপস্থাপন, পর্যালোচনা ও অনুমোদন।
১১. বিবিধ ও লটারী ড্র।
১২. নির্বাচন ও ফলাফল ঘোষণা। (নির্ধারিত সময় : দুপুর ২টা হতে বিকাল ৫টা)।
১৩. ধন্যবাদ জ্ঞাপন ও সমাপনী প্রার্থনা।

সমবায়ী শুভেচ্ছান্তে,

পিউস গেড়াও
সেক্রেটারি
উখ্রীবসসলিঃ

তার্সিসিউস পালমা
চেয়ারম্যান
উখ্রীবসসলিঃ

বিশেষ দ্রষ্টব্য:

ক. সমিতির নির্বাচনের জন্য খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। উক্ত খসড়া ভোটার তালিকায় নাম, সদস্য নম্বর ও ঠিকানা ভুল বা বাদ পড়লে তা আগামী ১৭/০৮/২০২৪ খ্রিঃ মধ্যে প্রয়োজনীয় সংশোধনের জন্য সদস্যগণকে অনুরোধ করা হলো।
খ. সমবায় সমিতি আইন ২০১৩ এর ৩৭ ধারা মোতাবেক কোন সদস্যের সমিতিতে শেয়ার বা সদস্য সংক্রান্ত অন্য কোন পাওনা বকেয়া থাকলে তা পরিশোধ না করা পর্যন্ত উক্ত সদস্য বার্ষিক সাধারণ সভায় তার অধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন না।
গ. সকাল ৯ টার মধ্যে সভার উপস্থিতি খাতায় স্বাক্ষর করে সদস্যগণকে স্ব স্ব খাদ্য কুপন সংগ্রহ করতে অনুরোধ করা যাচ্ছে।
ঘ. সকাল ১০ টার মধ্যে রেজিস্ট্রিকৃত সদস্যদের মধ্যেই কেবল মাত্র কোরাম পূর্তি লটারি ড্র অনুষ্ঠিত হবে।

অনুলিপি ঃ

১। জেলা সমবায় কর্মকর্তা, ঢাকা
২। মেট্রোপলিটন থানা সমবায় অফিসার, তেজগাঁও, ঢাকা
৩। সমিতির নোটিশ বোর্ড
৪। সমিতির অফিস নথি

বিজ্ঞ/১৭১/২৪

তুমি রবে নীরবে হৃদয়ে মম

প্রয়াত নিকোলাস গ্রেগরী গমেজ

জন্ম: ৩ জুলাই, ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দ

মৃত্যু: ২ আগস্ট, ২০০৯ খ্রিস্টাব্দ

আমাদের আশা ও বিশ্বাস
তুমি স্বর্গে পরম পিতার সাথেই আছ।

সময়ের স্রোতে বছর ঘুরে ফিরে এলো সেই বেদনাসিক্ত দিন। যেদিন মহাশান্তির মাঝে পরম পিতার কোলে তুমি আশ্রয় নিয়েছ। তুমি চলে গেছ, তবু রেখে গেছ অনেক কিছু স্মৃতির মানসপটে।

তোমার সদালাপী হাস্যোজ্জ্বল মুখ আমাদের অনুপ্রেরণা ও সাহস যোগায়, তোমার অপরিসীম ভালোবাসা, স্নেহ, যত্ন সর্বোপরি তোমার আদর্শ ও দিক-নির্দেশনা বরাবরই আমাদের মানসপটে ভেসে ওঠে এবং আমাদের নব চেতনায় উদ্ভাসিত করে।

আশীর্বাদ কর, আমরা যেন তোমার আদর্শ, নম্রতা, ত্যাগ ও কর্মময় জীবন অনুসরণ করে সকল কাজে পরিপূর্ণতা লাভ করতে পারি।

পরম করুণাময়ের কাছে প্রার্থনা করি তিনি যেন তোমার আত্মাকে চিরশান্তি দান করেন।

তোমারই আদরের

স্ত্রী : মেরী গমেজ
পুত্র ও পুত্রবধূ : প্রদীপ-লিলি, প্রবীন-রিটা, প্রতাপ-শিপ্রা, প্রকাশ- সেন্ড্রা, বিকাশ- জেসি, সিজার-অর্পিতা।
নাতি-নাতনী : অংকন-রিজওয়ানা, আপন, আবৃত্তি, অরিন, চড়া, ইরা, অরিত্র, লিরা, অর্কিত, এরভিন, অক্ষর, আদিপ্ত্য, এনড্রিক আরোহী, আরিয়েন, ইভানোরা
পুতি : ভানিয়া

ধরেণ্ডা, সাভার, ঢাকা।

বিজ্ঞ/১৬৯/২৪

বর্ষ ৮৪ ❖ সংখ্যা - ২৭
THE WEEKLY PRATIBESHI
Issue - 27
Regd. No. DA-33
❖ 4 - 10 August, 2024, ২০ - ২৬ শ্রাবণ, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ

BOOK POST

স্বর্গধামে যাত্রার চতুর্থ বছর

প্রয়াত ফিলোমিনা রোজারিও (কামিনী)

প্রয়াত জারমন রোজারিও (স্বামী)

জন্ম: ২৯ আগস্ট ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ৩০ জুলাই ২০২০ খ্রিস্টাব্দ
গ্রাম: করান, নাগরী মিশন

প্রিয় মা,

দেখতে-দেখতে চারটি বছর হয়ে গেলো, তুমি আমাদের রেখে পরপারে চলে গেলে। মা, প্রতিটি মুহূর্ত তোমার রেখে যাওয়া স্মৃতি আমাদেরকে কাঁদায়। তুমি ছিলে অত্যন্ত পরিশ্রমী, সময়নিষ্ঠ, মিশুক, হাস্যোজ্জ্বল ও প্রার্থনাশীল সৎ মানুষ, যা আমাদেরকে সবসময় অনুপ্রাণিত করে। আমাদের অনুনয়, তুমি স্বর্গ থেকে আমাদের আশীর্বাদ করো এবং সর্বদা আমাদের সঙ্গে থেকে আমাদেরকে পরিচালিত করো।

মা, তোমার কাছে আমাদের পরিবারের সবার জন্য, আমাদের আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও সকল শুভাকাঙ্ক্ষীদের জন্য বিশেষ আশীর্বাদ চাই, যেন আমরাও ঈশ্বরের সন্তান হিসেবে এই পৃথিবীতে বিশ্বস্তভাবে জীবন-যাপন করে একদিন তোমার সাথে স্বর্গধামে মিলিত হতে পারি।

শোকার্ত চিত্তে,
সঞ্চয় স্টেনলী রোজারিও (ছোট ছেলে)
হেলেন রেবেকা রোজারিও (ছেলের বৌ)
শ্যারেল এবং শারলিন রোজারিও (বড় এবং ছোট নাতনী)
NEW YORK, USA
এবং
পরিবারবর্গ

বিপ/১৫৯/২৪